নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

জানা অজানা সফরে
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ০২ সংখ্যা, ১৪ কার্ত্তিক – ২০ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ঃ ০১ নভেম্বর – ০৭ নভেম্বর, ২০২৫

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 02, 01 Novenber - 07 November, 2025

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পশ্চিমবঙ্গের পর মহারাষ্ট্র। এখানেও রক্ষকই ভক্ষক।

সাতরার ফলটনের উপ জেলা হাসপাতালের এক মহিলা মেডিকেল অফিসার আত্মঘাতী হলেন দিনের পর দিন পুলিশ অধিকারিকদের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে। মৃত্যুর আগে নিজের হাতে লিখে যান সুইসাইড নোট।

রবিবার : গার্ডেনরিচ কে সি মিলস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক

অলোক চাকীকে হেনস্থার শিকার হতে হল ঐ স্কুলেরই ম্যানেজিং কমিটির একাংশের হাতে। তাঁর বদলি নিয়ে মামলা চলছে হাইকোর্টে। কোর্টকে তোয়াক্কা না করে কেড়ে নেওয়া হয় চাবি। স্কুল ছাড়ার হুমকিও দেওয়া হয়।

সোমবার : মদের আসরে বচসার জেরে খোদ মেয়রের ওয়ার্ডে ১৭

নম্বর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় গলায় লোহার রড ঢুকিয়ে খুন করা হল অশোক পাসওয়ান নামে এক ব্যক্তিকে। ঠিক এর পরেই চেতলা থানার ওসিকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার : সব জল্পনার অবসান করে দিল্লির সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য

নির্বাচন কমিশনার জানিয়ে দিলেন দেশের ১২টি রাজ্যে এসআইআর শুরু হবে মধ্য রাত থেকেই। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে পরের বছর ৭ ফেব্রুয়ারী।

বুধবার : তুরস্কের ইস্তাম্বুলে শান্তি বৈঠকে বসেছিল পাকিস্তান

ও আফগানিস্তান। মাঝপথে বানচাল হয়ে গেল এই বৈঠক। জানা গিয়েছে নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন টিটিপিকে নিয়ে ঝামেলাতেই বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে। যদিও দুদেশের তরফে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয় নি।

বৃহস্পতিবার: শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নতুন করে পরীক্ষা পর্ব শেষ

করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখন মাথা ঠুকলেও কিছুই করার নেই। এই মন্তব্য করে অযোগ্যদের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রীম কোর্ট।

শুক্রবার: দেশ জুড়ে ১২টি রাজ্যে শুরু হওয়া এসআইআরএ প্রামান্য

১১টি নথির তালিকায় ১২ নম্বরে যুক্ত হয়েছিল আধার কার্ড। এবার ১৩ নম্বরে যোগ করা হল বিহারে সদ্য এসআইআর হওয়া ভোটার তালিকা। অর্থাৎ বিহারের তালিকায় নাম থাকলে আর চিন্তা নেই।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলায় এসআইআর

দাবি এক, তবু চলছে অহেতুক বাগবিতণ্ডা

ওঙ্কার মিত্র

খনার বচন বলে, 'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা/ যথা খুশি তথা যা।' এর অর্থ হল মঙ্গলবার সকালে যদি ঊষা (ভোরের আলো) দেখা যায় এবং বুধবারে যদি পা পড়ে, তাহলে যাত্রা শুভ হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশন এই বচন অনুসরণ করেছেন কি না জানা নেই। তবে গত মঙ্গলবারের ঊষা কাল থেকেই শুরু হয়ে গেল ভারতের ১২টি রাজ্যে নির্বাচক তালিকার বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন যাত্রা। ২৩ বছর পর এবারের এই এসআইআর যাত্রা যে ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য শুভ ফল বয়ে আনবে তাতে কোনো সন্দেহ থাকারও কথা নয়, কারণ পরিমার্জিত স্বচ্ছ নির্বাচক তালিকাই পারে প্রকৃত সশক্ত সরকার উপহার দিতে। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতার মোহ এতটাই প্রবল যে সব শুভ প্রচেষ্টাকে ঘিরে বাজার গরম করতেই হয় রাজনৈতিক দলগুলোকে। অন্যান্য রাজ্যে ধর্ণা, মিটিং, মিছিল, স্লোগানে প্রতিবাদ সীমাবদ্ধ থাকলেও বাংলায় তা পৌঁছয় উস্কানি, হুমকি ও অশ্লীল বাগবিতণ্ডায় যা গণতন্ত্রের স্ক্রিনে ফুটিয়ে

চাই জনসচেতনতা

তোলে কিছু কদর্য দৃশ্য।

এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন তাদের সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তারা প্রত্যেকটি ভোটারের কাছে পৌঁছবে। এর মধ্যে একমাত্র যোগ্য ভোটাররাই তালিকায় থাকবে, অযোগ্যরা বাদ যাবে। সব রাজনৈতিক দলও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই একই দাবি করলেও একে অপরের উপর বিষোদ্গার করে দেখাতে চাইছে তারা জনগণের জন্য কতটা চিন্তিত। আবার সকলেই বলছে, সঠিক এসআইআর হলে নাকি অন্যদের ভোট কমবে। রাজনৈতিক নেতাদের এসব কেরিক্যাচার জনগণের কাছে নিছক হাস্যকৌতুক। কারণ তারা জানে রাজনৈতিক আস্ফালন যতই হোক না কেন জনগন সচেতন হলে ও সরকারি কর্মীরা স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করলে এসআইআর প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হবে। বিহার তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। বাংলার সঙ্গে বিহারের তফাৎ একটাই। সেখানে শাসক দল কমিশনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে, এখানে তার উল্টো। তাই এসআইআর পরিচালনার ক্ষেত্রে বিহারের প্রশাসন বাংলার সরকারি কর্মচারীদের এক কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। বাংলাকে প্রমাণ করতে হবে আমরাও বিতর্কহীন এসআইআর উপহার দিতে পারি।

বিভিন্ন জেলা থেকে ম্যাপিংয়ের যে তথ্য উঠে এসেছে তাতে যদি গড়ে ৫০ শতাংশও মিল পাওয়া যায় তাহলে বাকি ৫০% নিয়েই চলবে যোগ্য অযোগ্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্ব। এর মধ্যে ২০০২ থেকে ২০২৫, এই ২৩ বছরে যাদের ১৮ হয়েছে তাদের বেশিরভাগেরই নাম বাবা মার সঙ্গে লিঙ্ক হয়ে যাবে বলেই আশা করা যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

কল্যাণীতে উদ্ধার শতাধিক ভোটার কার্ড

কল্যাণ রায়চৌধুরি : রাজ্যে এসআইআর(স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)–এর কাজ শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকেই। আর ঠিক তার প্রাক্কালে নদীয়া জেলার কল্যাণীতে দেখা গেল ভোটার কার্ডের মেলা। এক ভবগুরের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল প্রায় শতাধিক ভোটার কার্ড। এই ভবগুরেকে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। সেই ব্যাগ খুলতেই সকলের চক্ষুচড়ক গাছ। সেখান থেকে বেরোয় শতাধিক ভোটার কার্ড। যার মধ্যে ছিল তিনটি ডিজিটাল কার্ডও। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে সে জানায়, সীমান্তবর্তী এলাকার রাস্তার ধার থেকে এই ভোটার কার্ডগুলি পেয়েছে সে।

স্থানীয় মানুষ তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ভোটার কার্ডগুলি উদ্ধারকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে শাসক–বিরোধী রাজনৈতিক তরজা। স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিপ্লব দে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন বিজেপির দ্বারা এই ধরণের কর্মকাণ্ড চলছে। সঠিক তদন্ত করলে সে দিকেই বিষয়টা যাবে বলেই আমার মনে হয়।' স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায় বলেন, 'শাসক দল এভাবেই এ সমস্ত ভোটার কার্ডগুলি ব্যবহার করে ছাপ্পা ভোটে জয়ী হয়। শাসক দলের মদতপুষ্ট সমাজ বিরোধীরা এভাবেই ভোট লুঠ করে।'

আদিবাসী সমিতির অভিযোগ

বঞ্চনার জন্য দায়ী নকল সার্টিফিকেট

তপন চক্রবর্তী : নকল আদিবাসী শংসাপত্র বিক্রি হবার কারণে প্রকৃত আদিবাসীদের সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই মারাত্মক অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সহ সভাপতি জামিন হাঁসদা। রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার

রায়গঞ্জ মোহনবাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'রাজ্যজুড়ে এই জাল শংসাপত্রের জালিয়াতি কারবার চলছে। জাল শংসাপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন পদে কাজ করে চলেছেন ভুয়োরা। প্রমাণ সহ রাজ্য সরকারের হাতে বিভিন্ন কাগজ তুলে দিলেও সব কিছু জানার পরেও এই সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।' তিনি আরো জানান, 'এবার আইনের দ্বারস্থ হবার দাবিতে তারা আন্দোলন শুরু করবেন। সামনেই আর মাস কয়েক পরেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। প্রকৃত আদিবাসীরা শংসাপত্র পাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেও সমস্যা সমাধানে কোন হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। তাই ১৮ নভেম্বর বাঁকুরাতে বড় মাপের আন্দোলন হতে চলেছে।' আদিবাসী সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক সনাতন হাঁসদা বলেন, 'এই সরকার বলে থাকে তারা নাকি আদিবাসীদের উন্নয়নের পক্ষে। এই কথাটা ১০ বছর আগে বিশ্বাস করলেও বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর বিশ্বাস করা মূর্খামির কাজ হবে।' তিনি জানান, আমাদের ৬ শতাংশ জায়গাও কেড়ে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের জন্য যে প্রকল্পগুলি আছে তার সঠিক বাস্তবায়ন হলে আমাদের আন্দোলনে নামতে হত না। আমরা সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে সব কিছু জানানো হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রী নিজেও কিছুই করতে পারছেন না। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহেন্দ্র নাথ সোরেন, নারায়ণ সোরেন, সিদান মুর্মু, সুশান্ত মুর্মু সহ অনেকেই।

গঙ্গাসাগরে স্থায়ী বাঁধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুপার সাইক্লোন আমফান ও ইয়াস–এর মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষত নিয়ে প্রতি বছরই আতঙ্কে দিন কাটান সুন্দরবনের মানুষ। বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের বঙ্কিমনগর ও সুমতিনগরে প্রতি বছর নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় চাষের জমি ও ঘরবাড়ি। এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে স্থানীয় পরিবারগুলিকে স্থায়ী সুরক্ষা দিতেই রাজ্য সরকার সেচ দপ্তরের উদ্যোগে এই এলাকায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থায়ী নদী বাঁধের কাজ জোর কদমে শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, এই স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করতে গেলে প্রায় ১২টি ঘর সরাতে হবে।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

শততম দীপাবলিতে আলো নিভছে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের

আরিফুল ইসলাম : সদ্য কালীপুজো বা দীপাবলির সন্ধ্যার কথা মনে করুন, ভয়ঙ্কর সব শব্দবাজিতে ভেসে যাচ্ছিল শহর কলকাতা। হয়তো সমগ্র পশ্চিমবঙ্গই। আইন আর পুলিশের প্রহরাও কী রকম

অসহায় লাগছিলো ওই দিনে সন্ধে–রাতে। আর ঠিক তখনই দীপাবলি পালন হচ্ছিল কলকাতার লায়ন্স রেঞ্জের শতাব্দী প্রাচীন কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে। এটাই তার শততম এবং শেষ দীপাবলি পালন। বাঙালি কী খবর রেখেছে সেসব কথা? ধর্ম আর রাজনীতির রসমালাই খেতে খেতে এইসব ঐতিহাসিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বাংলার গরিমাতে আঘাত লাগে সেই গুলোই বাঙালি ভুলতে বসেছে। স্টক এক্সচেঞ্জ–এর সঙ্গে বাংলার শিল্পমহলের যোগ সরাসরি ও সক্রিয়। তাতে অবশ্য বর্তমান রাজ্য সরকারের কোনও মাথা ব্যথা নেই।

এরপর দুয়ের পাতায়

পড়ুয়া কমছে বাণিজ্য বিভাগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথমবার নতুন পদ্ধতিতে সেমিস্টারভিত্তিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৬–এর প্রথম পর্বের পরীক্ষার ফলাফল আজ ৩১ অক্টোবর প্রকাশিত হল। ২২ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা শেষের মাত্র ৩৯ দিনের মাথায় আজ ফলাফল প্রকাশিত হল। আর এই ৩৯ দিনের মধ্যে ওয়ার্কিং ডে ছিল মাত্র ১৩ দিন। দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা শুরু হবে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার। প্রথম পর্বের ফলাফল পাসের হার ৯৩.৭২ শতাংশ। গতবার পাসের হার ছিল ৯০.৭৯ শতাংশ। সেই হিসেবে প্রায় ৩ শতাংশ এবার বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রদের পাসের হার ৯৩.৮১ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৯৩.৬৫ শতাংশ। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার সবচেয়ে বেশি ৯৮.৮০ শতাংশ। বাণিজ্য বিভাগে পাসের হার ৯৪.১৯ শতাংশ। আর কলা বিভাগে পাসের হার ৯২.৫৪ শতাংশ। আর ৬০ থেকে ৭৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে ৪১.১৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। ৭৫ থেকে ৮৯ শতাংশ নম্বর পেয়েছে ১০.৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। আর ৯০ শতাংশের অধিক নম্বর পেয়েছে মাত্র ০.৪৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী।

এই পর্যায়ে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬, ৪৫,৮৩২ জন। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ছিল ১,১১,৬২৭ জন। বাণিজ্য বিভাগে ছিল ৩৭,৮০০ জন এবং কলা বিভাগে ছিল ৪,৯৬,৪০৫ জন।

এদিন শতাংশের নিরিখে ঘোষিত প্রথম ১০ জনের মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে ৬৯ জন। এতে ছাত্রের সংখ্যা ৬৬ জন। আর এই ৬৬ জনের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের ৬৫ জন এবং বাণিজ্য বিভাগের ১ জন। মেধা তালিকায় ছাত্রীদের সংখ্যা ৩ জন। এই ৩ জনই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী। ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের দৌলতপুর হাই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী দীপান্বিতা পাল। দীপান্বিত ৯৮.৪২ শতাংশ নম্বর পেয়ে, মেধাতালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। প্রথম স্থান অধিকার করেছে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রীতম বল্লভ ও অদিত্য নারায়ণ জানা। ৯৮.৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে দু'জন প্রথমস্থান অধিকার করেছে। তবে মেধাতালিকায় কলা বিভাগের কোনও ছাত্রছাত্রী নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

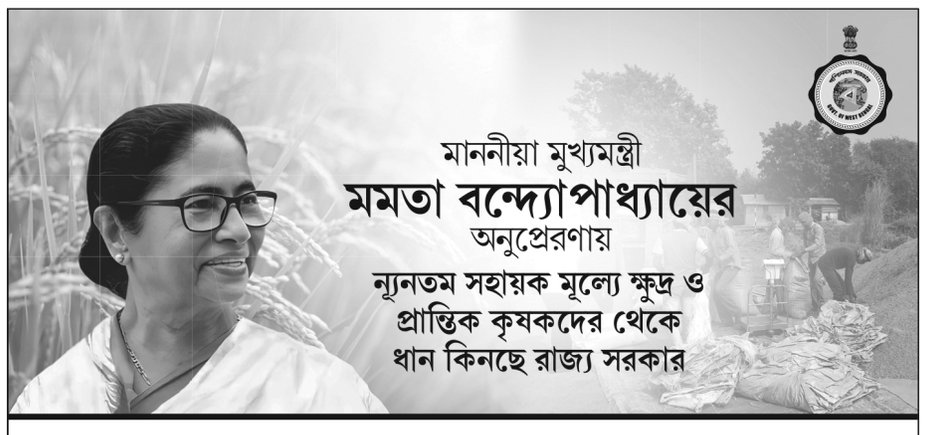

- ১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ২০২৫-২৬ খরিফ বিপণন মরশুমের ধান কেনা শুরু হবে।
- স্থায়ী ধানক্রয় কেন্দ্র (CPC)-এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি, কৃষি বিপণন সমিতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সংঘ- মহাসংঘ, কৃষি উৎপাদক সমিতি/কোম্পানি ইত্যাদি সংস্থাগুলিও ধান কিনবে।
- নাম নথিভুক্তীকরণের জন্য বা কোনও তথ্য পরিবর্তনের জন্য আর ধান বিক্রির দিন ঠিক করার জন্য খাদ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটের (https://epaddy.wb.gov.in) "Farmer Self-scheduling"-এর মাধ্যমে নিজেই নিজের আবেদন করতে পারবেন।
- নিজে না পারলে, নিকটবর্তী যে-কোনও ধানক্রয় কেন্দ্র, খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের পরিদর্শকের অফিসে, বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK)-এ যোগাযোগ করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য হাতের ছাপ বা চোখের মণি স্ক্যানের মাধ্যমে বা আধারযুক্ত মোবাইল ফোনে ওটিপি-র মাধ্যমে আধার প্রমাণীকরণ (Validation through e-kyc) বাধ্যতামূলক।
- ধান বিক্রি করুন সঠিক গুণমান মেনে। মনে রাখবেন, ভালো মানের ধান মানে ভালো মানের চাল যা পরে রেশন দোকানের মাধ্যমে দেওয়া হয় বা মিড ডে মিলে অথবা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের খাওয়ানো হয়। **ধানের গুণমান সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি ব্লকে একটি ব্লক লেভেল মনিটরিং কমিটি (BLMC) আছে। প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**

ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) কুইন্টাল প্রতি **২৩৬৯ টাকা।** স্থায়ী ধানক্রয় কেন্দ্র (CPC)-এ বা মোবাইল CPC-গুলিতে ধান বিক্রি করলে কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ২০ টাকা উৎসাহ মূল্য। অর্থাৎ কুইন্টাল প্রতি ধানের মূল্য **২৩৮৯ টাকা।** ধানের মূল্য সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ধানক্রয়ের তিনটি কর্মদিবসের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

খাদ্য সাথী

দুয়ারে রেশন

নিবন্ধীকরণ করার সময় অবশ্যই সঙ্গে রাখুন:
১) ভোটার কার্ড, ২) আধার কার্ড, ৩) IFSC যুক্ত ব্যাংকের পাস বই,
৪) মোবাইল (আধার সংযুক্ত হলে ভাল), ৫) কৃষি জমি সংক্রান্ত নথি বা স্ব-ঘোষণা পত্র

ধানক্রয় কেন্দ্রগুলি সরকারি ছুটির দিন বাদে সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বিশদে জানার জন্য ১৯৬৭ বা ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫ নম্বরে ফোন করুন (শুল্কমুক্ত), বা ৯৯০৩০৫৫৫০৫ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করুন বা ওয়েবসাইট দেখুন :
https://epaddy.wb.gov.in / https://food.wb.gov.in/www.facebook.com/WBDFS / @wbdfs

বিনামূল্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে নিকটবর্তী বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

রঙমশালের আলো জেমিমার ব্যাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত মহিলাদের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়ল। এ জয়ের রচয়িতা জেমিমা রডরিগেজ। ২২ গজে তুলির আঁচড়ে অনিন্দ্য সুন্দর রান তাড়ায় দলকে ফাইনালে তুলেছেন জেমিমা। চোখে জল স্বাভাবিক, কপালে যে অদৃশ্য বিজয় তিলক। জেমিমা প্রমাণ করলেন পরিশ্রম, একাগ্রতা, নিবেদন, সততা থাকলে সৃষ্টিকর্তাও একদিন না একদিন মুখ তুলে তাকাবেন, বিজয় তিলক পরাবেন।

গত বিশ্বকাপে সুযোগ পাননি। প্রবল মানসিক যন্ত্রণায় অবসাদে ভেঙে পড়েছিলেন একসময়। জাতীয় দলে ফিরতে জেমিমা রডরিগেজ শুরু করেন লড়াই। সঙ্গী বাইবেল। এবারের বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু শুরুটা ভালো হয়নি। প্রথম মাচে শূন্য করেছিলেন। পরবর্তী তিনটি ম্যাচে রান না পাওয়ায় বাদও পড়েছিলেন। জেদ চেপে গিয়েছিল। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য, নিজেকে প্রমাণ করার জন্য মঞ্চ খুঁজছিলেন তিনি। সেমিফাইনালেই সেই মঞ্চটা পেয়ে গেলেন। এবং নিজেকে উজাড় করে দিলেন। ছাপিয়ে গেলেন সবাইকে। ১৩৪ বলে ১২৭ রানের মনোমুগ্ধকর

ইনিংস। এমন ইনিংস পুরো ক্রিকেটীয় জীবনে একবারই খেলা যায় বলে দিলেন ইয়ান বিশপ।

ম্যাচের পর জেমিমা বলছিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কারণ, আমি একা কিছুই করিনি। তিনি পাশে না থাকলে কিছুই করতে পারতাম না। আমি জানি, তিনি আমার পাশে ছিলেন। ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার বাবা–মা, আমার কোচ এবং কঠিন সময়ে যারা আমার পাশে ছিলেন, তাঁদের সবাইকে। গত চারটা মাস কী গেছে তা বলে বোঝাতে পারব না। ফিরে আসাটা ভীষণই কঠিন ছিল। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। স্বপ্নটা এখনও শেষ হয়নি।' তাকে তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে পাঠানো হবে জানতেন না। হুট করেই তাকে বলা হয়, হাতে ৫ মিনিট সময় আছে প্রস্তুত হওয়ার। জীবনের মোড় ওই ৫ মিনিটেই ঘুরে যায় জেমিমার। এরপর মাঠে নামলেন, খেললেন, হাসলেন, ভুল করলেন। আবার জেগে উঠলেন। সবকিছুর মাঝে জারি রাখলেন লড়াই। পুরো ক্রিকেট বিশ্বের কুর্ণিশ আদায় করে নেওয়া জেমিমা দুই হাত জোর করে প্রার্থনায় মগ্ন থাকলেন। বাবা–মাকে জড়িয়ে কাঁদলেন। সতীর্থদের ভালোবাসায় আবদ্ধ হলেন। স্যালুট জানাল ১৪০ কোটির ভারত। আলোয় ফেরার দিনে অন্ধকার জীবন যে বেশি মনে পড়ছে জেমিমার। সে কারণেই তো বলে উঠলেন, গতবছর বিশ্বকাপে আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কোনওকিছুই আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এই সফরে প্রায় প্রতিদিন কেঁদেছি। মানসিকভাবে মেটেই ভালো জায়গায় ছিলাম না। একটা উদ্বেগ ঘিরে ছিল আমাকে। তবে নিজেকে বলেছিলাম, জ্বলে উঠতে হবে।'

কাজের খবর

অর্থনীতি

কোম্পানির রেজাল্ট বাজারে দিশা দেখাবে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

বিগত সপ্তাহে শেয়ারবাজার সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের লেখনীর শিরোনাম ছিল 'বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর দিকে'। আর যখন এই লেখাটা লিখছি অর্থাৎ বুধবার তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ গেছে। যা বিনিয়োগ কারীদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে গোল্ড এবং সিলভার বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে সেটা আবার নামা শুরু হয়েছে ধীরে ধীরে সেটাও একটা বড় কারণ। বাজার এর দিশা এই মুহূর্তে কি হবে এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে

সূচক নিফটি ২৬ হাজারের উপরে। না এর জন্য কেবলমাত্র জিএসটি সংস্কার নয়, গত মাসে শিল্প উৎপাদনের রিপোর্ট অনুযায়ী ৪ শতাংশ বেড়েছে বলে জানানো হয়েছে এর সাথে যুক্ত রয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক কমানোর জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা। বাজারের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে প্রত্যেকটা সেক্টরই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালো পারফর্ম করছে। আজ যেমন মেটাল সেক্টর। উপমহাদেশে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারত ও চীন ও রাশিয়ার মধ্যে সাম্প্রতিক মেলবন্ধন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা যারা কেনাকাটা করবেন তারা লক্ষ্য রাখবেন কোন সেক্টরে কোন স্টকে কোয়ার্টারলি রেজাল্ট কেমন হচ্ছে তার ওপর। এছাড়া সামগ্রিকভাবে বাজার এখন একটু কমে পাওয়া গেলেই কিনতে হবে এবং হোল্ড করতে হবে এই পর্যায়ে রয়েছে। আগামী সপ্তাহের নিরিক্ষে বাজার উপরের দিকে ২৬৫০০ থেকে ২৬৮০০ একটা বড় রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং নিচের দিকে ২৫৮০০ ভালো সাপোর্ট লেভেল। এখন দেখা যাক কোম্পানিগুলোর রেজাল্ট এর উপর ভর করে বাজার সর্বোচ্চ হাই টপকাতে পারে কিনা।

টেরিটোরিয়াল আর্মিতে ৪৫৯ সোলজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: টেরিটোরিয়াল আর্মি ইনফ্যান্ট্রি ইউনিটে সরাসরি প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার মাধ্যমে সোলজার (জেনারেল ডিউটি), সোলজার (হাউসকিপার), সোলজার (ওয়াশারম্যান), সোলজার (ইক্যুইপমেন্ট রিপেয়ার), সোলজার (ক্লার্ক), সোলজার (হেয়ার ড্রেসার), সোলজার (চিফ কমিউনিটি) পদে ৪৫৯ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

যোগ্যতা : সোলজার জেনারেল ডিউটি : মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৩৩% (অতিরিক্ত বিষয় ছাড়া) নম্বর পেয়ে থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য।

শূন্যপদ: (১) ১০৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), ১১, গোর্খা রাইফেলস। শূন্যপদ ১৯টি। (২) ১১৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), রাজপুত। শূন্যপদ ১২৫টি। (৩) ১১৯ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), অসম। শূন্যপদ: ১৩টি। (৪) ১২১ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), গারোয়াল রাইফেলস। শূন্যপদ ১২৯টি।

সোলজার ক্লার্ক: আর্টস, সায়েন্স ও কমার্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর ও উচ্চমাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য। তবে উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি ও অঙ্ক / অ্যাকাউন্ট্যান্সি / বুক কিপিং বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। শূন্যপদ (১) ১১৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), রাজপুত।

শূন্যপদ : ১টি। (২) ১২১ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), গারোয়াল রাইফেলস।

সোলজার ট্রেডসম্যান (হাউসকীপার ও মেস কীপার): ক্লাস ৮-ম পাশ ছেলেরা প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৩৩% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য।

শূন্যপদ : (১) ১০৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), ১১, গোর্খা রাইফেলস।

শূন্যপদ : ২টি। (২) ১১৯ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), অসম। শূন্যপদ: ১টি।

সোলজার ট্রেডসম্যান (মাধ্যমিক পাশ) (হাউসকীপার ও মেস কীপার ছাড়া): মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে অন্তত ৩৩% নম্বর পেয়ে থাকলে এই পদের জন্য যোগ্য।

শূন্যপদ: (১) ১০৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), ১১, গোর্খা রাইফেলস। সোলজার (চিফ কমিউনিটি) পদে: ১টি। (২) ১১৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), রাজপুত। সোলজার (ওয়াশারম্যান) – পদে ২টি ও সোলজার (হেয়ার ড্রেসার) পদে–১টি। (৩) ১২১ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি),

গারোয়াল রাইফেলস।

সোলজার (চিফ কমিউনিটি) পদে ১টি। সোলজার ইক্যুইপমেন্ট রিপেয়ার–১টি।

ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪২ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৬০ সেমি, বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮২ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি আর ওজন হতে হবে অন্তত ৫০ কেজি। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি, বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে আর ওজন উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণত্র

প্রার্থী বাছাইয়ের র‍্যালি হবে ২৭ থেকে ২৯ নভেম্বরের মধ্যে।

ঠিকানা: (১) ১০৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), ১১, গোর্খা রাইফেলস। (২) ১১৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), রাজপুত। (৩) ১১৯ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), অসম। (৪) ১২১ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ন (টেরিটোরিয়াল আর্মি), গারোয়াল রাইফেলস।

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলার প্রার্থীদের র‍্যালি হবে ২৭ নভেম্বর। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার প্রার্থীদের র্যালি হবে ২৮ নভেম্বর।

পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রার্থীদের র‍্যালি হবে ২৯ নভেম্বর।

প্রার্থী বাছাইয়ের দিন সঙ্গে নিয়ে যাবেন নিচের এইসব প্রমাণ পত্রের মূল ও গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়িত করা ২ কপি জেরক্স।

প্রমাণ পত্র : (১) মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট ও অন্যান্য কোনো যোগ্যতা থাকলে তার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট ও বোর্ড সার্টিফিকেট।

(২) ক্লাস ৮ম পাশ কিংবা মাধ্যমিকে অকৃতকার্য হলে বা মাধ্যমিক পাশ হলে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল ও ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারের কাউন্টার সাইন করা স্কুল লিভিং বা, স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট।

(৩) গ্রাম সরপঞ্জ, গ্রাম প্রধান বা, চেয়ারম্যানের দেওয়া গোল স্ট্যাম্প (ডেজিগনেশন–সহ) মারা লেটার হেডে ৬ মাসের পুরনো ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট (ফটো সাঁটা থাকতে হবে) (২১ বছরের কম বয়স হলে ওই ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটে "He is Unmarried কথাটি লেখা থাকতে হবে),

(৪) অ–বাঙালি প্রার্থীরা জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক বা এস.ডি.ও.র দেওয়া বাসিন্দা / নেটিভেটি সার্টিফিকেট,

(৫) জেলা শাসক/ অতিরিক্ত জেলা শাসক, এস.ডি.এম., এস.ডি.ও.র দেওয়া ১ বছরের পুরনো স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট (Permanent Residential Certificate)

নিজের পাশপোর্ট মাপের প্রত্যয়িত করা ফটো সাঁটা থাকতে হবে ওই সার্টিফিকেটে সই ও গোল স্ট্যাম্প এমনভাবে মারবেন, যার কিছু অংশ ফটোর ওপর ও কিছু অংশ সার্টিফিকেটের ওপর পরে (নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে ওই সার্টিফিকেট আর্মি বা, ডিফেন্সের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে ও তার সিরিয়াল নং থাকতে হবে)।

(৬) জেলা শাসক/ অতিরিক্ত জেলা শাসক, এস.ডি.এম., এস.ডি.ও.র দেওয়া কাস্ট সার্টিফিকেট।

(৭) এস.ডি.এম. বা, তপশিলতার মর্যাদার অফিসারের দেওয়া রিলিজিয়ন সার্টিফিকেট।

(৮) তিন মাসের মধ্যে তোলা ও প্রত্যয়িত ছাড়া ২০ কপি *পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও তার নেগেটিভ (ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে) (কম্পিউটার ফটো বা, ডিজিটাল – ফটো হলে বাতিল হবে)।

(৯) এন.সি.সি.র এ, বি"বা, সি সার্টিফিকেট,

(১০) রাজ্য বা, জাতীয় পর্যায়ে খেলাধূলায় প্রথম বা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর সার্টিফিকেট,

(১১) সেনাবাহিনীতে কর্মরত বা, প্রাক্তন সমরকর্মীদের আত্মীয়–স্বজন ইত্যাদির দেওয়া রিলেশন্স সার্টিফিকেট ও ডিসচার্জ সার্টিফিকেট।

(১২) নন–জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে (১০ টাকার) নির্দিষ্ট বয়ান টাইপিং করার পর নোটারিকে দিয়ে অ্যাটেস্টেড করিয়ে নেবেন।

(১৩) সিঙ্গল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, প্যান নম্বর ও আধার নম্বর। বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে।

www.jointerritorial-army.gov.in

জিএসটি ২ বৃদ্ধি সহায়ক করকাঠামো হয়ে উঠেছে : সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর–পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার আজ কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'জিএসটি ২.০ সংস্কার' বিষয়ক আলাপচারিতা–ভিত্তিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন। এই অধিবেশনটি যৌথভাবে আয়োজন করে অ্যাসোসিয়েশন অব কর্পোরেট অ্যাডভাইজারস

অ্যান্ড এক্সিকিউটিভস, বিবিডি বাগ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, সেন্ট্রাল কলকাতা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন, ডিরেক্ট ট্যাক্সেস প্রফেশনালস অ্যাসোসিয়েশন, ভিউজ এক্সচেঞ্জ এবং ভিআইপি রোড চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন। সভায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আইনজীবী ও শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মূল বক্তব্যে, ড. মজুমদার উল্লেখ করেন, জিএসটি ২.০ সংস্কার কেন্দ্রের মানবকেন্দ্রিক নীতির প্রতিফলন, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, '২.০ সংস্কারের পর জিএসটি আর শুধু গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স নয়, এটি সত্যিকারের অর্থে একটি 'গ্রোথ বা বৃদ্ধি সহায়ক করকাঠামো' হয়ে উঠেছে।'

ড. মজুমদার জানান, 'জিএসটি ২.০ সংস্কারের সূচনা হয় বাংলার জন্য এক শুভ সময়ে, যেটি সমৃদ্ধির প্রতীক।' তিনি বলেন, 'এটি এক অত্যন্ত শুভদিনে উদ্বোধন করা হয়, এই বাংলার উৎসব মরশুমের সূচনায়। জিএসটি ২.০ সংস্কার প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া দীপাবলির উপহার দেশের সাধারণ মানুষের জন্য। চিকিৎসাক্ষেত্র ও জীবনরক্ষাকারী ওষুধে জিএসটি হার হ্রাসের সিদ্ধান্ত সরকারের জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এই সংস্কারগুলি সরাসরি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলছে এবং সমগ্র দেশ আজ প্রধানমন্ত্রীকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।'

অধিবেশনে উপস্থিত পেশাজীবীরা জিএসটি ২.০ সংস্কার নিয়ে তাঁদের নানা প্রশ্ন ও মতামত উত্থাপন করেন। ড. মজুমদার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে দেন এবং পেশাজীবী সংগঠনগুলিকে পরামর্শ দেন যেন তারা নিজেদের আলোচনা থেকে প্রস্তাবসমূহ একত্রিত করে। তিনি বলেন, 'এখানে উপস্থিত সব সংগঠনকে অনুরোধ করছি, আপনারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রস্তাবগুলি তৈরি করুন, আমি ব্যক্তিগতভাবে তা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামান জীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

আলো নিভছে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের

প্রথম পাতার পর

কারণ কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্বেচ্ছাবসর দেওয়া হয়েছে তার কর্মীদের। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তার সম্পত্তি। দীপাবলি নয়, মৃত্যুঘন্টা। আর সেটারই উদযাপন করছিল শব্দবাজির তাণ্ডব। আকাশে হলকা ছেটানো আগুন।

মুম্বই আর কলম্বোর পর কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ এই উপমহাদেশের তৃতীয় প্রাচীন স্টক এক্সচেঞ্জ। ১৯০৮ সালে যখন এই স্টক এক্সচেঞ্জ গঠিত হয় তখনও কলকাতা ছিল ব্রিটিশ রাজের রাজধানী। তখন কলকাতা ছিল এশিয়ার সব থেকে বড়ো শহর। বিশ্বের প্রথম দশটা শহরের একটা। চা, কয়লা, পাট, খনিজ, কলকাতা, জাহাজ, বন্দর– রমরম করে চলত কলকাতার বাণিজ্য। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শেয়ার বাজারও। সে কথার সাক্ষী সেই সময়ের বাংলা সাহিত্য। পঞ্চাশ–ষাটের দশকের সিনেমাও। শেয়ার বাজারের ওঠা নামার কথাও। বাঙালি সেসব মনে রাখেনি। তবে এই উপমহাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেমও শুরু হয়েছিল এই কলকাতা শহরেই। ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনেক আগে ব্যাংকিং শুরু করেছিলেন এই শহরেরই এক বাঙালি 'বামুন', নাম চন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়। যিনি অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন ছকুবাবু নামে। এই ছকুবাবু ছাড়াও ব্রিটিশদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যাংকিং সিস্টেম শুরু করে ছিলেন সিনেমার শুটিং খ্যাত লাহাবাড়ির লাটুবাবু। যাঁর আসল নাম দুর্গাচরণ লাহা। রামনাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, মতিলাল শীল – কত নাম।

যার সূত্র ধরে কিছুদিন আগে পর্যন্ত কয়েকটা ব্যাংকের সদর দফতর ছিল এই কলকাতাতে। তার মধ্যে উল্লেখ্য ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এলাহাবাদ ব্যাংক, ইউকো ব্যাংক। সেই ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্সশিটের কী অবস্থা আমরা জানি। তাদের মধ্যে প্রথম দুটো যথাক্রমে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ও ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সঙ্গে মিশে গেছে তাও আমরা জানি। ঠিক তেমনই হয়েছে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গেও। ঊনবিংশ শতাব্দীর ৭০ দশকের পর থেকেই ভারতের নব্য শাসকরা কলকাতা শহর থেকে মুম্বইতে সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করে ক্যাপিটাল। তাদের তৈরি করা লাইসেন্সরাজ গলা টিপে মারে এই শহরের ব্যবসা গুলোকে। খুন করা শুরু হয় এশিয়ার বৃহত্তম শহরকে। আর তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ে তীব্র শ্রমিক অসন্তোষ। বাঙালি আত্মবিধ্বংসী রাজনীতি করেছে, আজও করছে।

ট্রেডিং ভল্যুমে মুম্বইয়ের অনেক পিছনে পড়ে যায় কলকাতার স্টক এক্সচেঞ্জ। নতুন ইলেকট্রনিক ট্রেডিংয়ের প্রকৌশলেও অনেক পিছিয়ে যায় কলকাতা। দেশভাগে সব খুইয়ে আসা বিরাট এক জনগোষ্ঠী, সত্তরের দশকের অশান্ত বাম আন্দোলনে হারিয়ে যাওয়া শত শত উজ্জ্বল মুখ, আর এই ভাগীরথীর মতোই শুকিয়ে যাওয়া এই রাজ্যের অর্থনীতি – ছকুবাবু, লাটুবাবু, লর্ড সিনহা, আলামোহন দাশদের

উত্তরসূরি বাঙালিরা হয়ে ওঠেন ব্যবসাবিমুখ। ঝুঁকি নয়, এন্টারপ্রাইজ নয়, তার আকাঙ্ক্ষা হয়ে দাঁড়ায় কেরানিবৃত্তি, স্কুল মাস্টারির নির্ঝঞ্ঝাট ক্ষুন্নিবৃত্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে এই কলকাতাতেই এশিয়ার প্রথম কম্পিউটার ল্যাবরেটরির শহর। আবার কলকাতারই রাজনৈতিক নেতৃত্ব আসল সময়ে সেই কম্পিউটারেরই তীব্র বিরোধিতা করে বসে। অবশ্য পরে অদৃষ্টের আশ্চর্য খেয়ালে নতুন অর্থনীতির সময়ে, সেই কম্পিউটার–কেরানি হওয়াই হয়ে যায় বাঙালির জীবনের সারবত্তা। ছকুবাবু, লাটুবাবু, মতিবাবু, আলামোহন দাশ, রামনাথ–দ্বারকানাথ ঠাকুর, বীরেন মুখোপাধ্যায়, রাজেন মুখোপাধ্যায়রা তো হারিয়েই গিয়েছিলেন। এই শহরের খৈতান, বিড়লা, বাঙ্গুর, জালান, ডালমিয়ারাও ব্যবসার জন্য অন্য শহরের দিয়ে মুখ বাড়িয়েছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াস গুজরাতি পার্সি, সিন্ধিরা তো সেই কবেই চলে যেতে শুরু করেছে এই কলকাতা থেকে। শিক্ষিত বাঙালি চাকরি খুঁজতে চলে গেছে বিদেশে, নয় মুম্বই–দিল্লি–বেঙ্গালুরুতে। আর গরিব বাঙালিকে রাজমিস্ত্রি, গৃহসহায়ক, মুটেগিরির কাজ খুঁজতেও যেতে হয়েছে অন্য শহরে। এই তো সেদিন, ভাইরাল ভিডিওতে দেখলাম এক মারোয়াড়ি এক বাঙালিকে কলকাতা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে কথা বলার জ্ঞান দিল। ঠিকই করেছে, এই সব 'চাকর–বাকর"দের ভাষা সে শুনবেই বা কেন?

মজার কথা হল কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ ধ্বংস হতই, তবে তার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতেছিল এক গুজরাতি। কেতন পারেখ। তার স্ক্যামের পরই মাজা ভেঙে গিয়েছিল এই কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের। বাঙালি অবশ্য সে সবও পারে না। তার স্ক্যামের দৌড়ও পঞ্জি চিটফান্ড পর্যন্ত। আমরা কী পারি? অবশ্যই শব্দবাজি ফাটাতে। আকাশের দিকে পটকা ছুঁড়ে দিতে। আইন ভেঙে শব্দ দূষণ করতে। আবার রাত কেটে দিন হতেই ট্রেনে বাসে দেশাত্মবোধের জ্ঞান দিতে পারি সবার আগে। পারি পাখি–পশুদের ধ্বংস করে দিতে। কেনই বা পারব না? ভাই শব্দবাজির ট্রেডিং তো চম্পাহাটিতে হয়। বেআইনি বাজি কারখানা তো কয়েকটা হলেও এই রাজ্যেই আছে। বিড়ি আর বাজিই তো আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং, 'মেড ইন বেঙ্গল।' তা–ই আসুন ভাই, আমরা শব্দবাজি ফাটাই। হেরো জাত ওর বেশি আর কীই বা পারে।

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

পাত্রী চাই

বীরভূম জেলার ২৮ বছর বয়স বিটেক ইঞ্জিনিয়ার প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত কায়স্থ পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৫ বছর ন্যূনতম স্নাতক কায়স্থ পাত্রী চাই কর্মরতা অগ্রগন্য বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান অগ্রগন্য। যোগাযোগ নং– ৯৮৫১১৯৩৮৯৬, ৭৪০৭৬৪৪৭৪২।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য

আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

নাম পরিবর্তন

আমি SARAFAT ALI GAZI পিতা – ZEHEN ALI GAZI বয়স 61 পেশা দিন মজুর, ঠিকানা–চক কৃষ্ণনগর, থানা মহেশতলা, কোল – ১৪১, ওয়ার্ড নম্বর ২৪, আমার পুরো নাম SARAFAT ALI GAZI আমার পুত্রের নাম SARFARAJ GAZI আমার পুত্রের জন্মের সার্টিফিকেট–এ আমার নাম SARAFAT GAZI হয়ে গেছে ভুল বশত, আমি আলিপুর পুলিশ কোর্টে কোল–২৭–এ উপস্থিত হইয়া ১২–ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে এফিডেভিট করিয়া আমার নাম সংশোধন করিয়াছি। SARAFAT ALI GAZI অর্থাৎ SARAFAT GAZI এবং SARAFAT ALI GAZI একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি ALOKA PRODHAN, পিতা – Lt. KALI KRISHNA HALDER গ্রাম– পূর্বপাড়া ১ নং দিঘীরপাড়, পোঃ–পশ্চিম দিঘীরপাড়, থানা–ক্যানিং, জেলা–দঃ ২৪ পরগনা, পিন নং –743329

আমার আগে নাম ছিল ALAKA HALDAR ,পিতা – Lt. KALI PADA. HALDAR।

আমার প্রকৃত নাম ALOKA PRODHAN, D/O–Lt. KALI KRISHNA HALDER. গত 10/10/2025 আলিপুর1 St.Class Judicial Magistrate Court এফিডিভিট বলে ALAKA HALDAR PRODHAN, D/O – Late KALIPADA HALDAR & ALOKA PRODHAN ,D/O –Late KALI KRISHNA HALDER এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলে পরিচিতি হইলাম।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০১ নভেম্বর – ০৭ নভেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে ছোট ছোট সঞ্চয় দিয়ে শুরু করুন এবং দেখুন আপনার অবস্থা কেমন হবে। আপনার পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আপনাকে কিছু আর্থিক ধারণা নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতে হতে পারে। শীঘ্রই, আপনি আপনার জীবনের ভবিষ্যতের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন। প্রেমের সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠবে, বিশেষ করে পারিবারিক সহায়তায়।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার সম্পর্ক উন্নত করতে দম্পতিদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করুন। আপনার পরিবারের উচিত এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহায়ক হওয়া যাতে এটি একটি দলীয় প্রচেষ্টায় পরিণত হয়। এই সপ্তাহে বড় কিছু অর্জনের জন্য আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত সময় ত্যাগ করতে হতে পারে। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্যও শুভ হবে। মানসিক শান্তির ধ্যান করুন।

মিথুন রাশি : এই সপ্তাহে, আপনি আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকেও সমর্থন পাবেন, যা আপনাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিষয়ে ইতিবাচকভাবে ভাবতে সাহায্য করবে। আপনার ক্যারিয়ার এবং চাকরির সুযোগগুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত যাতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগগুলি হাতছাড়া না করেন। অপ্রত্যাশিত ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।

কর্কট রাশি : এই সপ্তাহে আপনি যা চান তা সবসময় পাওয়া সম্ভব হবে না, বিশেষ করে বিলাসবহুল জিনিসপত্র। আপনি যদি পরিবারের একমাত্র উপার্জকারী হন, তাহলে আপনার আয়ের অন্যান্য উৎস বিবেচনা করা উচিত। আপনি আপনার আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি বোধ করবেন, তবে বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন।

সিংহ রাশি : এই সপ্তাহে, আপনি এখনও একজন সঙ্গী হিসেবে এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নন। পরিবর্তে, একে অপরের সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটানোই ভালো। এই সপ্তাহটি আপনার জীবনে দুর্দান্ত সাফল্য বয়ে আনবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। একজন প্রেমিক সঙ্গী আপনাকে অবাক করে দিতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি ভালো সময়।

কন্যা রাশি : এই সপ্তাহে আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা উপকারী হবে। এই সময়ে আপনাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যাতে আপনি ভবিষ্যতে একটি ভালো জীবনযাপন করতে পারেন। অর্থের বিষয়ে আপনার উদ্বেগ কমবে। ভ্রমণ সম্ভব। আপনার স্বাস্থ্য, বিশেষ করে পেটের সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। আপনার পরিকল্পনা গোপন রাখুন।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে, আপনার প্রেমের সম্পর্ক মধুর থাকবে এবং ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। আপনাদের দুজনের মধ্যে বিশ্বাস এবং বোঝাপড়া থাকা উচিত। যদি আপনি বিবাহের কথা ভাবছেন, তাহলে আপাতত এটি স্থগিত রাখাই ভালো। বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ ব্যয় করুন। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে অলসতা এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : এই সপ্তাহে আপনার নিজের জন্য সময় থাকবে না এমন নয়। আপনার পরিবার নিয়মিত আপনার উদ্বেগগুলি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে আপনাকে শক্তি এবং সন্তুষ্টি নিশ্চিত করবে। আপনার প্রেম জীবনে প্রেমের প্রসার ঘটবে। স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন থাকুন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। আপনি অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। আপনার পরিবার বা আত্মীয়দের কাছ থেকে পরামর্শ নিন যারা কঠিন সময়ে আপনাকে সমর্থন করবে। বুদ্ধির সাথে বিনিয়োগ করুন। শিক্ষার্থীদের জন্য, এটি তাদের পড়াশোনায় অগ্রগতির সময়।

মকর রাশি : এই সপ্তাহে আপনার খুব শীঘ্রই একটি আকর্ষণীয় প্রকল্প শুরু হতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনার ক্যারিয়ার এবং আয়ের স্তর ওঠানামা করতে পারে। বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। আপনার প্রেমের জীবনে সাবধানতা অবলম্বন করুন; তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : বিবাহিত দম্পতিরা এই সপ্তাহে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সম্মুখীন হতে পারেন। এই সপ্তাহটি আপনাকে নিজের এবং আপনার অগ্রাধিকার সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে সাহায্য করবে। আর্থিক সুস্থতা ভালো থাকবে, তবে সঞ্চয় করতে ভুলবেন না।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে, আপনার খ্যাতি ক্ষতিগ্রস্ত এবং কাজ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়তে পারে। আপনার কেবল একটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে যোগব্যায়াম এবং ধ্যান উপকারী হবে। নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য এটি সঠিক সময়।

শব্দবার্তা ৩৬৫

১			■	■	২		৩
	■	■	৪			■	
৫	৬			■		■	
■		■	■	■	৭	৮	■
■	৯	১০	■	■	■		■
১১	■		■	১২			১৩
	■	১৪			■	■	
১৫			■	■	১৬		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মোহ, আচ্ছন্নতা ২। জুতো ৪। বিজয়া দশমীর উৎসব ৫। ঘোড়ায় টানা এক্কা গাড়ি ৭। নিষ্পত্তি, মিটমাট ৯। ক্রোধ ১২। যে তবলা বাজায় ১৪। বাঁশপাতা মাছ ১৫। ধাক্কা ১৬। অলুমনে

উপর–নীচ

১। সম্পূর্ণ ২। উভয় তীর ৩। লক্ষ্মী ৪। গৃহীত শ্বাস, প্রশ্বাস ৬। অন্যতম বৈষ্ণবতীর্থ ৮। চিড়, ছিদ্র ১০। আজকের আগের দিন ১১। ইন্ধন ১২। উপকণ্ঠ, প্রান্ত ১৩। পাখি

সমাধান : ৩৬৪

পাশাপাশি : ১। অনুবোল ৪। খালি ৫। কাঁচাহলুদ ৭। হতাশ ৯। রহন ১০। শাকসবজি ১১। সাজ ১২। তরমিম

উপর–নীচ : ১। ১। আলি ২। বোলচাল ৩। গলদ ৪। খাসতালুক ৬। লুঠতরাজ ৮। আবদার ১০। শালীন ১১। সাম

জেলায় জেলায়

১০০ দিনের কাজ চালুর দাবিতে বিক্ষোভ

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে অবিলম্বে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প চালুর দাবিতে সরব তৃণমূল। ২৮ অক্টোবর এই ইস্যুতে দলের কিষাণ ক্ষেত মজদুর সেলের পক্ষ থেকে ছাতনার কামারকুলি মোড়ের রাধেশ্যাম মন্দিরের কাছে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা কিষাণ ক্ষেত মজদুর সেলের সভাপতি শঙ্কর চক্রবর্তী, শতাধিক কৃষক সহ অন্যান্যরা। জেলা কিষাণ ক্ষেতমজুর সেলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'এরাজ্যে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প চালু বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট রায় দিয়েছে। এরপরেও কেন্দ্রীয় সরকার টালবাহনা করলে তারা সংগঠনগতভাবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।'

২৫ কোটির স্থায়ী বাঁধের কাজ শুরু

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : সুপার সাইক্লোন আমফান ও ইয়াস–এর মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষত নিয়ে প্রতি বছরই আতঙ্কে দিন কাটান সুন্দরবনের মানুষ। বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের বঙ্কিমনগর ও সুমতিনগরে প্রতি বছর নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় চাষের জমি ও ঘরবাড়ি। এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে স্থানীয় পরিবারগুলিকে স্থায়ী সুরক্ষা দিতে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে এই এলাকায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থায়ী নদী বাঁধের কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনেই এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার ফলে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের মানুষের আর ভিটেমাটি হারানোর ভয় থাকবে না বলে আশা করা হচ্ছে।

বঙ্কিমনগরে ১ কিলোমিটার স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে। প্রকল্পের অগ্রগতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে শুক্রবার বঙ্কিমনগরে পরিদর্শনে আসেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেচ দপ্তর এবং শিক্ষা দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকেরা।

জানা গিয়েছে, এই স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করতে গেলে প্রায় ১২টি ঘর সরাতে হবে। এর আগেও নদী বাঁধ তৈরির ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের একাধিকবার জমি দিতে হয়েছে, যা পরে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ফলে এবার নতুন করে

জমি দিতে অনেকেই প্রথমে আপত্তি জানান। তবে গ্রামবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং তাঁদের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেই বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে দেখছেন স্থানীয় প্রধান ও উপপ্রধান। মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা নিজে গিয়ে এলাকার সমস্ত সুবিধাভোগী গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের পুনর্বাসন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন। মন্ত্রীর আশ্বাসের পর এলাকাবাসীরা অবশেষে বাঁধ তৈরির জন্য জমি দিতে সম্মত হয়েছেন।

প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার

অভীক মিত্র, বীরভূম : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২৭ অক্টোবর গভীররাতে মাশড়া ভূইয়াপাড়া এলাকার একটি পরিত্যাক্ত পাথরখাদান অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বিস্ফোরক উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ৭৯০ পিস জিলেটিন স্টিক, ১৭০০ পিস ডিটোনেটর, ২৭০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (৫৪ ব্যাগ) এবং ১৬ কয়েল তার উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় পাথরভাঙ্গার কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়ে থাকতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে রামপুরহাট থানার হস্তিগন্দা গ্রামে পরিত্যক্ত ঘর থেকে ১১০০০ টি ডিটোনেটর উদ্ধার হয়েছিল।

এসআইআর ঘোষণায় মিষ্টি বিতরণ বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২৭ অক্টোবর গভীররাতে মাশড়া ভূইয়াপাড়া এলাকার একটি পরিত্যাক্ত পাথরখাদান অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বিস্ফোরক উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ৭৯০ পিস জিলেটিন স্টিক, ১৭০০ পিস ডিটোনেটর, ২৭০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (৫৪ ব্যাগ) এবং ১৬ কয়েল তার উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় পাথরভাঙ্গার কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়ে থাকতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে রামপুরহাট থানার হস্তিগন্দা গ্রামে পরিত্যক্ত ঘর থেকে ১১০০০ টি ডিটোনেটর উদ্ধার হয়েছিল।

বেহাল রাস্তায় ঝুঁকির যাতায়াত

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : দীর্ঘ দিন ধরে বেহাল বিপদজনক রাস্তা দিয়ে চলছে যাতায়াত। যদিও ইঁটের টুকরো দিয়ে রাস্তা সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়ে থেকে নিত্যযাত্রী সকালের প্রশাসনের কাছে। এমনিতেই রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ তার উপর বৃষ্টিতে একেবারে যাতায়াতের খুবই বেহাল দশা হয়ে যায়। তাই

বেহাল দশা হয়ে গেছে। এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীদের সকলের মতে এই রাস্তাটি দীর্ঘ দিন ধরে সংস্কারের অভাবে যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। হাওড়া ডোমজুড় থানার অন্তর্গত ৫৭ এ বাস স্ট্যান্ড থেকে মাঝের পাড়া হয়ে পার্বতীপুর যাবার রাস্তা সংস্কারের দাবি এলাকাবাসী প্রশাসনের কাছে এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীদের সকলের আবেদন এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার করে সকলের যাতায়াতের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির। এখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা সংস্কারের কি প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সে দিকেই তাকিয়ে সকালে।

নদী সংস্কারের বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয়ে বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোট আসে, ভোট যায়। প্রত্যেকবার ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু ভোট বৈতরণী পার হয়ে গেলে তাদের কথা বা সাধারণ মানুষের দুরবস্থার কথা আর করো মনে থাকে না। উত্তর ২৪ পরগনার ইছামতি, চূর্ণী, যমুনা, বিদ্যাধরী, পদ্মা, ঝোরা, নোয়াই, সুঁতী, বলদেঘাটা ইত্যাদি নদী খাল, বিল, জলাশয়গুলি সংস্কারের অভাবে প্রতি বছর বহু ঘর বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে। অসহায় মানুষ বাঁচার আশায় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। তেমনি বিভিন্ন গবাদি পশু মারা যায় অথবা তাদের নানা দূর্ভোগের শিকার হতে হয়। গত জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর মাসে এ বছর যে বৃষ্টি হয়েছে বহু মানুষকে এখনও তার জের পোহাতে হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর দুই কুল ছাপিয়ে যাওয়া জলে বহু মানুষের ঘরবাড়ি ডুবে আছে। বিগত কয়েক বছর ধরে সামান্য বৃষ্টিতে

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত লাগোয়া বেশ কিছু ব্লক জলমগ্ন হয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

গত কয়েক মাস ধরে আলিপুর বার্তায় উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কিছু নদীর দুরবস্থা নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। তার পরেই উত্তর ২৪ পরগনায় শুরু হতে চলেছে নদী সংস্কারের নয়া উদ্যোগ। নিঃসন্দেহে সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেন দুর্যোগক্লিষ্ট স্থানীয় বাসিন্দারা। সম্প্রতি এর কারণ অনুসন্ধানে নামেন জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী। শুরু হয় প্রশাসনিক তৎপরতা। সিদ্ধান্ত হয়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেশ কিছু নদী, খাল, বড় জলাশয় পুকুর ইত্যাদি সংস্কার করা হবে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, বর্তমানে সকলকে জল কিনে খেতে হচ্ছে। অথচ এমন একদিন ছিল, যখন মানুষ নদী বা পুকুরের জল খেয়ে বেঁচে থাকত। সেই সব নদী পুকুরগুলি সংস্কারের অভাবে আর মৃতপ্রায়। কোথাও বা ভরাট হয়ে চাষ আবাদ, ঘরবাড়ি হচ্ছে। সরকারি জমি সরকারই দেখভাল করবে। কিন্তু তা সার্বিকভাবে পালিত হচ্ছে না।"

সীমান্তবর্তী বাসিন্দারা বলেন, প্রত্যেকবার ভোটের আগে নদী সংস্কারের আশ্বাস সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয় না। সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের তরফে আবারো আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ কতটা বাস্তবায়িত হবে, এ নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

অবৈধভাবে বিক্রি হচ্ছে রেল টিকিট

পার্থ কুশারী, দক্ষিণ ২৪ পরগনার: চম্পাহাটি রেল টিকিট কাউন্টার থেকে অবৈধভাবে টিকিট বিক্রি হচ্ছে, যা কালো বাজারি হিসাবে পরিচিত। এতে সাধারণ মানুষের হয়রানি এবং টিকিট পেতে অসুবিধা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে কালো বাজারীরা চম্পাহাটি রেল টিকিট কাউন্টারে টিকিট ব্ল্যাক করে। এই কারণে, অনেক সাধারণ মানুষ টিকিট কিনতে না পেরে হয়রানি শিকার হচ্ছে। টিকিট কালোবাজারী বন্ধ করতে এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি কমাতে, কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে হবে। টিকিট বিক্রির উপর নজরদারি বাড়াতে হবে এবং কালো বাজারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্ধ্রপ্রদেশে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ হারালেন ১৮ বছরের দুধকুমার বাগ্দী, শোকে ভেঙে পড়েছে বীরভূমের নানুর ব্লকের বড়া গ্রামে নেমে। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে দক্ষিণ ভারতে কাজ করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুধকুমার বাগ্দী (১৮)। ব্যাঙ্গালোরে রাজমিস্ত্রির কাজে যাচ্ছিলেন তিনি। পথে অন্ধ্রপ্রদেশে ট্রেনে কাটা পড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় তার। ঘটনার খবর পেয়েই মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে নানুরের বড়া গ্রামে যান বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। তিনি শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন কাজল শেখ। তিনি বলেন, 'এসআইআর হওয়ার পর যদি বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায়, তাহলে যেমন বামফ্রন্টকে নানুর ও বীরভূম থেকে সরিয়েছি, ঠিক সেই ভাবেই বিজেপিকে গুজরাট পাঠিয়ে ছাড়ব।'

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে প্রশাসনের আরও সক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন।

অন্যদিকে, ভিনরাজ্যে কাজের সন্ধানে গিয়ে ফের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হলেন পশ্চিমবঙ্গের এক পরিযায়ী শ্রমিক। চেন্নাইতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর থানার মন্দিরতলা খেয়াঘাট এলাকার লক্ষীকান্ত বেড়া (৪২) নামের এক যুবকের। অভাবের তাড়নায় মাস ছয়েক আগে চেন্নাই গিয়েছিলেন তিনি। কফিনবন্দি দেহ গ্রামে ফিরতেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাজমিস্ত্রির কাজের পাশাপাশি রাতে ওভার ডিউটিতে গাড়ি খালি করার সময় লক্ষীকান্তর বুকে পাথর এসে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে চেন্নাইয়ের রাজীব গান্ধী হসপিটালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ২৮ তারিখ রাতে পরিবারকে ফোন করে লক্ষীকান্তর দুর্ঘটনার কথা জানানো হয় এবং জরুরি অপারেশনের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়। পরিবারের সদস্যরা অনুমতি দেন।

অপারেশন হওয়ার পরে লক্ষীকান্ত কান্নাকাটি করে পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেন। কিন্তু অপারেশনের বেশ কিছু সময় পরে আসে তার মৃত্যুর দুঃসংবাদ। মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। তার পরিজনদের অভিযোগ, হয়তো ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি, সঠিক চিকিৎসা পেলে হয়তো তাকে বাঁচানো যেত।

বিষ্ণুপুর জঙ্গলে মৃত লেপার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : পবাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের বাকাদহ রেঞ্জের পচাডহরা গ্রামের কাছে রাস্তার ধারে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হল একটি লেপার্ড (চিতা বাঘ)। স্থানীয় বাসিন্দারা ৩০ অক্টোবর রাতে জঙ্গলের ধারে বাঁকাদহ–জয়রামবাটি রাস্তার পাশেই বাঘটিকে পড়ে থাকতে দেখে বনদপ্তরকে খবর দেন। রাতেই বনকর্মীরা পৌঁছে মৃত বাঘটি উদ্ধার করে ডিভিশনাল অফিসে নিয়ে যান। বনদপ্তরের প্রাথমিক অনুমান, কোনও ছোট গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছে বাঘটি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর। হঠাৎ করে রাস্তার ধারে বাঘের মৃত্যু ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আবারও বাজারে দেখা মিলছে বিলুপ্তপ্রায় মাছের

কুনাল মালিক : মাস দুয়েক আগে একটি প্রতিবেদন করেছিলাম 'গ্রাম বাংলার খাল–বিলের দেশি মাছ কেন আজ বিলুপ্তির পথে' শীর্ষক সংবাদ। যেখানে আমরা লিখেছিলাম যে আজ থেকে ১৫–২০ বছর আগেও গ্রাম বাংলার দেশি খাল বিলে যে সমস্ত মাছ পাওয়া যেত যেমন ন্যাদোস, বেলে, সরপুঁটি, পাঁকাল, গুঁতে, চাঁদা, বোয়াল, সে সমস্ত মাছ এখন আর সেভাবে চোখে পড়ে না অধিকাংশ মাছই বিলুপ্তের পথে। কারণ মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক এবং মাছ বিক্রেতাদের কাছে জানতে চেয়ে যেটা জানতে পেরেছিলাম, ধান চাষের ক্ষেত্রে কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার এবং দূষিত কেমিক্যালের প্রভাবে দেশী খাল বিলের মাছের প্রজনন ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। তাছাড়া ঘরোয়া পুকুরে সমস্ত রাক্ষুসে প্রজাতির মাছ চাষ করার জন্য এই সমস্ত খাল বিলের জিওল মাছ আর সেভাবে জন্মাচ্ছিল না। কিন্তু এবছর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বেশ কিছু বাজারে দেশি খাল–বিলের মাছের জোগান আসছে। সম্প্রতি বজবজ ২ নম্বর ব্লকের নোদাখালী বাজার

এবং বাওয়ালি সখের বাজারে গিয়ে প্রতিবেদকের এই অভিজ্ঞতা হল। নোদাখালি বাজারে এখন হামেশাই পাওয়া যাচ্ছে প্রায় হারিয়ে যাওয়া সরপুঁটি, পাঁকাল এবং দিশি ট্যাংরা মাছ। যেগুলি রানিয়া, কামরা, বিশালক্ষীতলা, মল্লিকপুর এলাকা থেকে যারা জমিতে বা খালে আটল বা ঘুনি বসায় সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি বাওয়ালি সখের বাজারে গিয়ে চোখে পড়ল প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে যাওয়া ন্যাদোশ মাছ এবং খোলসে মাছ। মাছ বিক্রেতারা জানাচ্ছেন তারা কালিনগর আকুলসে মলঙ্গদার এলাকায় জমিতে এবং খালে আটোল ঘুনি বসিয়ে প্রতিদিনই সকালবেলা এই সমস্ত জিওল মাছ পাচ্ছেন। তারা আরো জানালো যে, যেহেতু প্রায় ধান চাষ এখন এই সমস্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে গেছে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে এবছর তার কারণে অবশিষ্ট জেটুকু মাছ ছিল সবই কৃষি জমিতে ভেসে এসে প্রজনন করে মাছের বৃদ্ধি হয়েছে। তাই এ বছর ভালো পরিমাণে জিওল মাছ পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বজবজ ২ নম্বর ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক অনাময় সমাদ্দার জানালেন, আপনার কাছে খবরটা পেয়ে ভালই লাগছে আমিও আমার দপ্তর থেকে বিভিন্ন বাজারে খোঁজখবর নেব এবং জেলার মৎস্য দপ্তরকে বিষয়টি জানাবো। যদি এই সমস্ত মাছ সংরক্ষণ করে নতুনভাবে প্রজনন করা যায় তারও ব্যবস্থা করব দপ্তরকে জানিয়ে।

সর্দার প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একতা পদযাত্রার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি: যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক আজ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে দেশব্যাপী সর্দার@১৫০ একতা পদযাত্রা অভিযানের ঘোষণা করেছে। মন্ত্রকের মাই ভারত পোর্টালের মাধ্যমে এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হল দেশের যুবসমাজের মধ্যে ঐক্য, দেশপ্রেম এবং নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা এবং এক ভারত, আত্মনির্ভর ভারত–এর আদর্শকে দৈনন্দিন জীবনে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা।

এই অভিযানটি বৃহত্তর বিকশিত ভারত পদযাত্রা–এর একটি অংশ, যা রাষ্ট্রনির্মাণের ভাবনাকে সামনে রেখে যুবকদের, বিশেষত জাতি গঠনে আরও সক্রিয় করতে অনুপ্রাণিত করবে।

মেরা যুবভারত বারইপুর ও মেরা যুবভারত দক্ষিণ কলকাতার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার কর্মসূচি কিভাবে নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান বারইপুরের জেলা আধিকারিক সুজাতা ভৌমিক ও দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক বিকাশ প্রধান। তারা বলেন, ' ডিজিটাল পর্যায়ের শুভ সূচনা হয় ৬ই অক্টোবর, ২০২৫–এ কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডবিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে মাই ভারত পোর্টালে এই অভিযানের ডিজিটাল পর্যায়ের সূচনা করেন। এই পর্বে একটি সোশ্যাল মিডিয়া রিল প্রতিযোগিতা, একটি প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা এবং সর্দার@১৫০ ইয়ং লিডারস প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কর্মসূচির অধীনে, ১৫০ জন বিজয়ী জাতীয় পদযাত্রায় অংশগ্রহণের এক ঐতিহাসিক সুযোগ পাবে।

এই সর্দার@১৫০ একতা পদযাত্রা অভিযানটি দেশজুড়ে দুটি প্রধান ধাপে অনুষ্ঠিত হবে, জেলা স্তরের পদযাত্রা (৩১শে অক্টোবর – ২৫শে নভেম্বর, ২০২৫): প্রতিটি সংসদীয় কেন্দ্রে ৩ দিনের জন্য ৮–১০ কিমি দীর্ঘ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। পদযাত্রার আগে স্কুল ও কলেজে সর্দার প্যাটেলের জীবনীর উপর প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সেমিনার এবং পথনাটক সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। যুবকদের নেশা মুক্ত ভারত শপথ এবং গর্ব সে স্বদেশী শপথ গ্রহণ করানো হবে। একইসঙ্গে স্বদেশী মেলা, যোগা ও স্বাস্থ্য শিবির এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হবে। পদযাত্রার সময় অংশগ্রহণকারীরা সর্দার প্যাটেলের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবেন এবং আত্মনির্ভর ভারত শপথ গ্রহণ করবে।'

এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান ২৬শে নভেম্বর শুরু করে চলবে ৬ই ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত। এটি গুজরাটের কারামশাদ থেকে কেভাদিয়ার স্ট্যাচু অফ ইউনিটি পর্যন্ত ১৫২ কিমি দীর্ঘ পদযাত্রা হবে। পথের ১৫২টি স্থানে সর্দার প্যাটেলের জীবনীর উপর প্রদর্শনী এবং ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি তুলে ধরে উৎসবের আয়োজন করা হবে। প্রতি সন্ধ্যায়, প্রখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা সর্দার প্যাটেলের জীবন ও কৃতিত্ব নিয়ে সর্দার গাথা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

এই ঐতিহাসিক উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য সমস্ত নিবন্ধন ও কার্যকলাপ মাই ভারত পোর্টাল–এর মাধ্যমে করা চলছে: https://mybharat.gov.in/pages/unity_march। কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী যুবকদের এই জাতীয় কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে নাম নথিভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

১২, ১২এ–রুটে বাসের অভাব, যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

২৫শে সেপ্টেম্বর' ৭৫ সকাল থেকে বেলা ১০টা, ১১টা পর্য্যন্ত বদরতলা বাসষ্ট্যাণ্ডে বাস প্রায় ছিল না বললেই চলে। মাঝে মাঝে ১টি ২টি বাস চলতে দেখা যায়। খবর নিয়ে জানা গেল, আগের রাত্রের প্রবল বর্ষণের জন্য বাস মালিকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাসগুলি গ্যারেজ করে রাখে। কিছু বাস ষ্ট্যান্ডে এলেও সেগুলি ব্রেক ডাউন বলে ঘোষণা করে বাতিল করে দেয়। ফলে বাসযাত্রীরা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর '৭৫ ঐ একই কারণে বাস অত্যন্ত কম ও অনিয়মিত চলাচল করে। বাসের অভাবে উক্ত দু'দিনই অনেক অফিসযাত্রীকে বাড়ী ফিরে যেতে হয়।

এ বিষয়ে বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটের সুপারিনটেনডেন্ট জানান যে, রাস্তা খারাপ এবং হাইড রোডে জল জমার কারণে বাসের টায়ার, যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনের ক্ষতি হয় ও যখন তখন ব্রেক ডাউন ঘটে। সেইহেতু, উক্ত রুটে ১০০টির অধিক বাসে পারমিট দেওয়া থাকলেও বর্তমানে মাত্র ৭২টি বাস চালানো যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ৭৫ পশ্চিমবঙ্গ যুব সংঘের পক্ষ থেকে গার্ডেনরীচে বাস চলাচল সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি উক্ত সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীগুরুদাস দাশগুপ্ত রাজ্য পরিবহণ মন্ত্রী শ্রী জ্ঞান সিং সোহন পালকে অর্পণ করেন।

৯ম বর্ষ, ০৪ অক্টোবর ১৯৭৫, শনিবার, ৪২ সংখ্যা

অনলাইনে পরিচয় পত্র বন্টনের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের সাহায্য ও সহযোগিতা করতে বর্তমানে প্রায় ১৫০ টি এনজিও অংশগ্রহণ করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন থেকে এদের পরিচয় পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু এই পরিচয় পত্র নিতে সংস্থাগুলিকে দুর্ভোগ পোয়াতে হয় বলে জানালেন উৎসব কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী। তিনি জানান, আবেদন পত্র নিতে, জমা দিতে এবং পরিচয় পত্র নিতে তিনবার একেকজনকে দূরদুরান্ত থেকে আলিপুরে আসতে হয়। তাঁর দাবি, এ ব্যাপারে এনডিসি বিভাগের কর্মীদের যথেচ্ছাচার বন্ধ করতে এবং সুষ্ঠ ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতি বলবৎ করা হোক। স্বচ্ছতার জন্য সর্বত্র যখন অনলাইন চলছে তখন পরিচয় বণ্টনেও অনলাইন চালু করার জন্য জেলাশাসকের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানান গোবিন্দ বাবু।

ধর্ষণে অভিযুক্ত কাউন্সিলর বহিষ্কৃত

বিশাল দাস, রামপুরহাট : ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল কংগ্রেস। রামপুরহাট পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও তৃণমূলের রামপুরহাট টাউন কমিটির সহ–সভাপতি প্রিয়নাথ সাউ ওরফে টিংকুকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

৩০ অক্টবর রামপুরহাটে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা করেন রাজ্যের বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ও রামপুরহাটের বিধায়ক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি নিহার মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভগৎ সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতারা।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে ও প্রশাসনিক মর্যাদা বজায় রাখতেই এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বুধবার রামপুরহাট থানায় এক তরুণী প্রিয়নাথ সাউ–এর বিরুদ্ধে ধর্ষণসহ একাধিক ধারায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে তৃণমূল নেতৃত্ব। এ ঘটনাকে ঘিরে রামপুরহাটের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এখন নজর আইনি ও রাজনৈতিক দুই ক্ষেত্রেই এই ঘটনার পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

রাস্তা থেকে দেহ উদ্ধার

অরিজিৎ মণ্ডল, উস্তি : ২৯ অক্টোবর সাতসকালে হাড়হিম করা ঘটনার সাক্ষী থাকলো এলাকাবাসীরা। রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে থেকে উদ্ধার এক রূপান্তরকামীর দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এলার উস্তি থানার তালা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম সোনালী। তিনি মন্দিরবাজার থানা এলাকায় থাকতেন। স্থানীয় সূত্রে ও পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার সকালে স্থানীয়রাই সোনালীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। রাতের অন্ধকারেই সোনালীকে খুন করা হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। তবে ঠিক কী কারণে সোনালীকে খুন করা হল তা এখনও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। ব্যক্তিগত শত্রুতা, না কি অন্য কোনও কারণে খুন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উস্তি থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয়দের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। সোনালীর পরিবারের লোকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানান পুলিশের ওই আধিকারিক।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ০২ সংখ্যা, ০১ নভেম্বর – ০৭ নভেম্বর, ২০২৫

‘স্যার’ আতঙ্ক

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন বা এস আই আর (স্যার) নিয়ে বাস্তব অবাস্তব আতঙ্ক এবং রাজনীতির পারদ তুঙ্গে উঠেছে। নাগরিকত্ব হরণের দাবি পাল্টা দাবির মধ্যেই কিছু মৃত্যুর জন্য রাজনীতির হাঁড়িকাঠে স্যারকে তুলে ধরার নেপথ্যে অন্তর্লীন আতঙ্কে ভুগছে অনেকেই। সঠিক প্রচার ও সঠিক সময়ের অবিবেচনার জন্যই জনমানসে হয়তো কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। স্যার আপনি কিছুই দেখেননি – ব্যাপারটা এমন নয়। তবে এক্ষেত্রেও সেই পুরনো প্রশ্নটাই উঠে আসে দেশে ভোট আগে না শিক্ষা আগে। নির্বাচন কমিশনের নিবিড় তালিকার সংশোধনের এই স্যার কার্যসূচিতে অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা যে তীব্র সংকটে সে ব্যাপারে কার্যত উদাসীন রাজনীতির প্রায় সব পক্ষ। যে শিক্ষকদের প্রধান কাজ এবং দায়িত্ব শিক্ষাদান করার তাঁদেরকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জ্যান্ত ও ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান করতে হবে, এটা বোধহয় তারা আগে কখনো ভাবেননি। এক্ষেত্রে স্যারদের তুলনায় ম্যাডামদের চাহিদা যেন বেশি। বহু চর্চিত ব্লক লেভেল অফিসার বা বিএলওদের কাজে শিক্ষিকাদের বেশি পরিমাণে নিয়োগ করা হয়েছে। এটি নারীর ক্ষমতায়ন না অন্য কোন পরিকল্পনা তা আগামীদিন বলবে। শিক্ষক–শিক্ষিকাহীন সরকারি বিদ্যালয়গুলির প্রতি সাধারণ নাগরিকদের একদিকে যেমন অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির প্রতি ক্ষমতার বাইরে গিয়েও অভিভাবক অভিভাবিকদরা বাধ্য হচ্ছেন তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা কেলেঙ্কারির বলি হয়েছেন হাজার হাজার শিক্ষক–শিক্ষিকা, সেই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির ছাত্র–ছাত্রী এবং সর্বোপরি দেশের ভবিষ্যৎ।

২০০২ সালকে ভিত্তি বর্ষ করে যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। নির্বাচন কমিশন যদি এই কাজটি এত দ্রুত না করে একটু সময় নিয়ে এক বছর আগে কিংবা এক বছর পরে এগোতেন তাহলে হয়তো এমন বিতর্ক দানা বেঁধে উঠত না পশ্চিমবঙ্গে। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশনের স্যার কর্মসূচির সময় নির্বাচন রাজ্যে শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ নয়। বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ও অন্যান্য শ্রেণীর পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হওয়ায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অসহায় হয়ে পড়ছে। যদিও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এসবের মধ্যে খুব বেশি না জড়ালেও পরোক্ষভাবে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। নির্বাচন চলাকালেও প্রায় একমাস ধরে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পাঠদান বন্ধ রেখে ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য করা হয়। নির্বাচন কমিশন এবারও কড়া হুকুম জারি করেছিল যারা বি এল ওর কাজে অনাগ্রহী তাদের উদ্দেশ্যে। ভাবনা চিন্তার সময় এসেছে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেশের আগামী প্রজন্মের স্বার্থ উপেক্ষা করে আর কতকাল অপরিকল্পিতভাবে এমন ভোট গ্রহণের ভাবনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

রাম বললেন, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার পার্থক্য কি? বশিষ্ঠ বললেন, দৃশ্য সমূহ যখন স্থিরভাবে প্রতীত হয়, তখন জাগ্রৎ অবস্থা, দৃশ্য অস্থির রূপে প্রতীত হলে সেই অবস্থা হল স্বপ্নাবস্থা। জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পদার্থ যদি ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে তাকে স্বপ্নপদবাচ্য বলে, কিন্তু দৃষ্ট পদার্থ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে সেই জাগৎ অবস্থা হল জগদ্দর্শন। বস্তুতঃ স্থির ও অস্থির ভাব ছাড়া জাগ্রৎ ও স্বপ্নের কোন পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থায়েই অনুভব সমান। স্বপ্নকালে দৃশ্যসমূহ যদি স্থিরভাব ধারণ করে, তবে স্বপ্নই জাগ্রৎকাল বলে বোধ হয়। আবার জাগ্রৎকালে দৃশ্য যদি অস্থিরভাব ধারণ করে, তবে জাগ্রৎকালও স্বপ্ন বলে বোধ হয়। জীবধাতু স্থূলদেহের সারবস্তু। ধাতুর বলে দেহে উষ্মা বা তেজ বা দেহবল উদ্দীপ্ত থাকে। মন–বাক্য–কর্ম দ্বারা জীব ব্যবহারপরায়ণ হলে জীবধাতু প্রাণবায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে, হৃদয় থেকে নির্গত হয়ে, দেহের সর্বত্র সঞ্চরণশীল হয়। ঐ সঞ্চরণ কালে শরীরের জ্ঞানবাহী নাড়ীতে সংবিৎ সঞ্চারিত হতে থাকে। তখন সংবিৎই শুধু অনুভবে থাকে, জগৎভ্রম থাকে অন্তরে বিলীনাবস্থায়। সেই জগৎভ্রমই চিত্ত নামে কথিত হয়। পরে সংবিৎ চক্ষু–কর্ণ ইত্যাদিতে বিস্তৃত হয়ে রূপ–শব্দ ইত্যাদি বহিঃজ্ঞান অর্জন ক"রে আত্মায় সমর্পণ করে। দৃশ্যপট স্থির, এই বোধ হলে সেই অবস্থাকে জাগ্রৎ বলে। আর মন–বাক্য–কর্ম দ্বারা সংবিৎ ব্যস্ত না হলে, জীবধাতু শান্ত থাকে, আত্মাও সমাহিত থাকে। জীবধাতু শান্ত থাকলে প্রাণবায়ুও সাম্য অবস্থায় থাকে, সংবিৎ ইন্দ্রিয়াদিতে পরিচালিত না হয়ে নিবৃত্ত থাকে। ফলে চিত্তও বাহ্যভ্রমণে ব্যস্ত হয় না। সেই সময় জীবচৈতন্য আত্মার সাথে একত্ব লাভ করে, এমন অবস্থার নাম সুষুপ্তি। জীব ও চিৎ একত্ব লাভ ক"রে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করলে, জাগ্রৎ–স্বপ্ন–সুষুপ্তিতে অনায়াসে বিহার করে, সেই অবস্থাকে তুরীয় অবস্থা বলে। জীবধাতু ক্ষুব্ধ অর্থাৎ বিষম হলে প্রাণবায়ু চালিত হয়, এবং চৈতন্য চিত্তরূপ ধারণ করে। চিত্ত তখন তার অন্তর্গত জগৎসমূহ ভ্রান্তিবশতঃ অন্তরেই দর্শন করে। একেই স্বপ্ন বলে। জীবধাতু বায়ুর দ্বারা ক্ষুব্ধ হলে আকাশগতি অনুভব করে, জল দ্বারা তাড়িত হলে জল দর্শন বা জলে পতন অনুভব করে, পিত্ত দ্বারা দুষিত হলে অন্তরে তাপ অনুভব করে, রক্ত সম্পৃক্ত হলে, সব কিছু রক্তবর্ণ দেখে। প্রাণবায়ু দ্বারা চালিত হয়ে জীব যে যে বস্তু বাসনা করে, নিদ্রাবস্থাতে তাই দর্শন করে। বাহ্যিক ইন্দ্রিয়পথে বিস্তৃত না হয়ে অন্তরে যা অনুভব করে তাই স্বপ্ন। আবার বাহ্য–ইন্দ্রিয় পথে সঞ্চারিত যখন ঐ অনুভৰ করে, তখন জাগ্রৎ অবস্থা। হে রাম। সুতরাং তুমি জগতের এই রূপ জেনে একে সত্য বলে ধারণা কোর না। কারণ জগতকে সত্য গণ্য করলে, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক–আধিভৌতিক তিনভাবেই মৃত্যু হয়। হে রাম। আমি তোমায় যে স্বপ্ন–জাগ্রৎ ইত্যাদি সম্পর্কে এইসব বললাম, তা শুধ মনের স্বভাব বোঝাবার জনাই বলা।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস, ভোটার তালিকা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : এক গভীর বিশ্লেষণ

সঞ্জয় দত্ত

ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনায় ভোটার তালিকা সংশোধন (Special Summary Revision – SSR) এবং নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার উদ্যোগ (SVEEP) পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে এক নিয়মিত প্রক্রিয়া। তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, এই প্রক্রিয়াটি কেবল একটি প্রশাসনিক কাজ নয়, বরং এর সঙ্গে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পারাপারের মতো জটিল ঐতিহাসিক ও আর্থ–সামাজিক সমীকরণ জড়িত।

১৯৪৭ সালের সেই মধ্যরাতে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, তার জের আজও পশ্চিমবঙ্গের সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতিকে প্রভাবিত করে চলেছে। দেশভাগের বলি হয়েছে অবিভক্ত বাংলার ঐতিহ্য এবং কোটি মানুষের জীবন। তৎকালীন নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাব বা ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতির কাছে আত্মসমর্পণই এই ঐতিহাসিক ভুলের মূল কারণ।

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই (১৯৭১) পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর শোষণ, নির্যাতন এবং নিরাপত্তাহীনতা অসংখ্য নিরীহ মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার প্রধান কারণ। ফলস্বরূপ, শান্তিপ্রিয় সনাতনী সমাজের এক বিরাট অংশ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন। এই ঘটনা একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী সমস্যার জন্ম দিয়েছে, তেমনই অন্যদিকে অর্থনৈতিক কারণে বা অন্য পথে আসা অনুপ্রবেশকারীদের ফলে রাজ্যের জনবিন্যাসে এক বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য এবং এর বিপরীতে হিন্দুদের সংকুচিত হয়ে আসা–উভয় ঘটনাই রাজ্যের ভারসাম্যকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির সাদৃশ্য থাকায় অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে এখানে মিশে যাওয়া এবং সহজে ভারতীয় পরিচয়পত্র (ভোটার আইডি কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড) জোগাড় করে দেশের মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হয়েছে। এই সহজ নীতি ও প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের ফলেই ভোটার তালিকায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মতো সমস্যা তৈরি হচ্ছে যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত ভোটার তালিকা সংশোধন (SSR) এবং SVEEP কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো একটি ত্রুটিমুক্ত, নির্ভুল এবং সর্বাঙ্গীন গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা। এই প্রক্রিয়ায় মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয় এবং ১৮ বছর উত্তীর্ণ নতুন ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে উত্থাপিত সমস্যাটি প্রশাসনিক ত্রুটির চেয়েও গভীর: অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনীতিতে এই বিষয়টি এক অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বিতর্কিত ইস্যু। ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে ভুয়ো ভোটার তৈরির অভিযোগ তোলে। এই প্রেক্ষাপটে, নির্বাচন কমিশনকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক নিয়ম মেনে কাজ করলেই চলবে না, বরং তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আরও কঠোর ও বিচক্ষণ হতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে আসা সস্তা শ্রম (লেবার) পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এক দ্বিমুখী প্রভাব ফেলেছে। একদিকে, নির্মাণ শিল্প, কৃষি ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে এদের শ্রমের যোগান রাজ্যের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে সাহায্য করছে। অন্যদিকে, এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ সরকারি পরিষেবা, কর্মসংস্থান এবং সম্পদের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করছে। অর্থনৈতিক লাভের জন্য এই অনুপ্রবেশকে মেনে নেওয়া–একই সঙ্গে সমাজে হিন্দু–মুসলিম উত্তেজনার পারদ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যাকে কেবল কার নথি আছে, কার নেই–এই অঙ্কের মাধ্যমে বিচার করা সম্ভব নয়। এর সমাধানে প্রয়োজন দেশভাগের ‘ঐতিহাসিক ভুল’ সংশোধন। এই প্রেক্ষাপটে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কর্তৃক প্রণীত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। CAA–এর মূল উদ্দেশ্যেই হলো–বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে ভারতে আসা অ–মুসলিম সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব প্রদান করে সেই ঐতিহাসিক ভুলের আংশিক সংশোধন করা।

তবে এই আইন নিয়েও পশ্চিমবঙ্গে প্রবল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক রয়েছে। একপক্ষ এটিকে অত্যাচারিত সনাতনীদের মর্যাদা প্রদান হিসেবে দেখলেও, অন্যপক্ষ একে বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের পরিপন্থী বলে মনে করে।

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস, ভোটার তালিকা ও নাগরিকত্বের প্রশ্নটি ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। নির্বাচন কমিশনকে এই রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন বা SVEEP কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় কেবলমাত্র পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে চলবে না, বরং অনুপ্রবেশ এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা–এই দুই গুরুতর বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে।

যেহেতু এই দেশকে সনাতনীদের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখা হয়, তাই সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেও, এই রাজ্যের জনবিন্যাস ও নাগরিক অধিকারের ভারসাম্য রক্ষা করা সরকারের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যার সমাধান কেবল রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক নয়, এর জন্য প্রয়োজন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং একটি জাতীয় ঐক্যমতের।

দেশ দেশান্তরে

ইরান–রাশিয়ার রেল প্রকল্পে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইরান ও রাশিয়া এগিয়ে চলেছে এক সাহসী অবকাঠামো প্রকল্প নিয়ে, যা পশ্চিমা অর্থনৈতিক প্রভাবকে নাড়া দিতে পারে। ১৬২ কিলোমিটার দীর্ঘ রাশত থেকে আস্তারা পর্যন্ত রেলপথ। এই রেললাইনটি সম্পূর্ণ করবে ইন্টারন্যাশনাল নর্থ–সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডর। ৭,২০০ কিলোমিটার বিস্তৃত এক বাণিজ্য নেটওয়ার্ক, যা ভারত, ইরান, রাশিয়া ও ইউরোপকে সংযুক্ত করবে।

প্রায় ১.৬ বিলিয়ন ইউরো ব্যয়ে রাশিয়ার অর্থায়নে নির্মিত এই রেলপথটি পরিবহন খরচ প্রায় ৩০ শতাংশ কমাবে এবং দক্ষিণ এশিয়া থেকে ইউরোপে পণ্য পাঠানোর সময় ৩৭ দিন থেকে কমিয়ে মাত্র ১৯ দিনে আনবে। সুয়েজ খালপথের তুলনায় প্রায় অর্ধেক সময়। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি নিষেধাজ্ঞাগ্রস্ত দুই অর্থনীতির জন্য এটি এক অর্থনৈতিক জীবনরেখা এবং কূটনৈতিক অস্ত্র।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে স্বাক্ষরিত ২০ বছরের কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি অনুযায়ী নির্মিত এই প্রকল্পটি এক গভীর পরিবর্তনের প্রতীক – ‘নির্মাণের মাধ্যমে প্রতিরোধ’। সম্পূর্ণ হলে আইএনএসটিসি বছরে প্রায় ২ কোটি টন পণ্য পরিবহন করবে। তেল, গ্যাস, খাদ্য, ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি – এমন রুটে, যা পশ্চিমা নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে।

চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ইতিমধ্যেই এই করিডরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা দক্ষিণ চীন সাগর থেকে বাল্টিক সাগর পর্যন্ত একটি স্থলপথ বাণিজ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। অন্যদিকে, ২০২৪ সালে মস্কোর স্বীকৃতি পাওয়া আফগানিস্তানও এই করিডরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল হতে পারে, যা পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াকে যুক্ত করবে। অপরদিকে, ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্প ইন্ডিয়া–মিডল ইস্ট–ইউরোপ করিডর এখনো কাগজে–কলমেই সীমাবদ্ধ। তুলনায় আইএনএসটিসি ইতিমধ্যেই কার্যকর ও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। রাশত থেকে আস্তারার প্রতিটি কিলোমিটার রেললাইন পশ্চিমাদের প্রভাব কমিয়ে দিচ্ছে। তেহরান ও মস্কোর বার্তা স্পষ্ট – বিচ্ছিন্নতার যুগ শেষ, বিশ্ব এখন এক নতুন বহুমেরু বাস্তবতার দিকে এগোচ্ছে।

দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ারে বিজেপির ধস তৃণমূলের লক্ষ্য

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার প্রথম কিস্তি...

অবশেষে নির্ঘণ্ট জারি হইয়াই গেল। বহু বিতর্কিত সেই নির্ঘণ্ট। ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের।

যদিও চলতি ইংরেজি বছর পেরোলেই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন একেবারে দুয়ার প্রান্তে। তবে এ নির্ঘণ্ট যে সেই ভোট বাদ্যির নির্ঘন্ট নয়। এ হল এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় পরিমার্জনের নির্ঘণ্ট। যা ২৭ অক্টোবর নয়া দিল্লির বিজ্ঞান ভবন থেকে ঘোষিত হয়েছে।

বাঙালির পুজো পর্ব আপাতত শেষ। সুতরাং ভোটের তাপ উত্তাপের মৌসুমী বায়ু যথা নিয়মে মৃদু হলেও ঢুকেই পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরে, তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে। এসআইআরয়ের বিরোধীতায় তৃণমূলের পরিস্কার স্বঘোষিত স্ট্যান্ড হল, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী। অন্যদিকে, বিজেপির আস্তিন গোটানো বডি ল্যাঙ্গুয়েজে ক্রমশঃ প্রকাশ্য, দুধেল গাই দূর হটো এসআইআর পারলে রোখো। আর বঙ্গজ কংগ্রেস ও আলিমুদ্দিনের সিপিএম তো বিতর্কের উষ্ণ ওম সেঁকছে এখনও তাড়িয়ে তাড়িয়ে। হ্যাঁ বা না"য়ের খো খো কোর্টের কোন দিকে অবশেষে ঝাঁপ মারবে তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি তারা।

রাজ্যে এসআইআর লাগু প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলগত রণং দেহী ট্যাগ অফ ওয়ারের এমন অবস্থান নিয়ে কিন্তু বেশ চুটিয়ে উপভোগ করছেন সিংহভাগ রাজ্যবাসী। কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে বলছেন, শেষমেশ রাজ্যে না আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়ে যায়। যা গণ্ডগোলের হাওয়া দেখছি। উল্টোদিকে অনেকেরই মন্তব্য শোনা যাচ্ছে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে বুঝলেন।

বিতর্ক তো হবেই। সামনে যখন ভোটের হাতছানি। বিধানসভার পটভূমিতে। আবার রাজ্যটির নাম যদি হয় পশ্চিমবঙ্গ। তবে এই রাজ্যে দুটি ক্ষেত্র ভূমি কিন্তু অদ্ভুত রকমের দ্বিধা বিভক্ত। সংবিধানের কলমের দাগে যদিও এই দুই প্রান্তর ‘মিলিমিশি করি কাজ’ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবের আঁচড়ে কি অবাক করা অমিলের আড়াআড়ি দুটি পৃথক বঙ্গবিশ্ব। একটি দক্ষিণবঙ্গ। অপরটি উত্তরবঙ্গ।

তবে সামাজিক চালচিত্রে উত্তরবঙ্গ যে বরাবরের প্রশাসনিক মহলে অনেকটাই দুয়োরানি, সেটা ভারতবাসী হিসেবে এক সদ্যজাত শিশুও জানে। এক্ষেত্রে স্থানীয় আমজনতা যে গবেষণাগারের অনেকটা পোষ্য গিনিপিগ হলেও রাজনৈতিক অআকখ–তে তারা আবার চাকুমচুকুম খাসা হটকেক। যেমনটি সব ঝুট হ্যায় আড়ালে রাজ্য প্রশাসনের উত্তরকন্যার স্বঘোষিত হরিহর আত্মা সাথী পাহাড়কন্যাকে প্রোজেক্ট করা হয় বিশ্ববাংলা জুড়ে। হাজার হলেও শৈলশহর দার্জিলিং বলে কথা। এটাও তো আবার লোকসভার নিরিখে একটা প্রেস্টিজিয়াস কেন্দ্র হিসেবে চির চিহ্নিত সারা ভারতের নির্বাচনী ময়দানের প্রেক্ষাপটে।

তবে সাম্প্রতিক কালের রাজনীতিতে দার্জিলিং যেন বড্ড বেসুরো শাসক তৃণমূলের সম্পর্কে। এ যেন কিছুতেই বাগে আনা যায় না। অথচ নরমে গরমে এই শৈল শহর ভোটের পেয়ালায় বারবার বিজেপিকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে পরপর কয়েকটি নির্বাচন পর্বে।

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলো হল যথাক্রমে: কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মাটিগারা–নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া, চোপড়া।

সদ্য অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া গতবছরের লোকসভা নির্বাচনে এই পাহাড়ি কন্যার বরমাল্য পায় সেই বিজেপি। এর আগেও এখান থেকে দিল্লির সংসদে যাওয়ার প্লেনের টিকিটটি কিন্তু হাসিল করেছিল একই দল। এবারের ভোট গণনার শেষে কমুগুল নেতা রাজু বিস্তা পান ৫১.১৮% ভোট অর্থাৎ ৬,৭৯,৩৩১টি ভোট তালুবন্দি করেন। সেখানে তৃণমূলের গোপাল লামার ঝুলিতে আসে ৩৭.৭৩% ভোট। সুতরাং ৫,০০,৮০৬টি ভোটেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর কংগ্রেসের অবস্থা তো বুড়ি ছোঁয়ার মতো। মুনীশ তামাং ভাগে পান ৬.২৮% ভোট। মানে ওই মেরে কেটে ৭৩,৩৭৪ ভোট।

আবার ২০২১ সালে এ যাবৎ রাজ্যের সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনে কালিম্পং থেকে জিত হাসিল করে বিজিপিএম (আক্ষরিক অর্থে নির্দল) ৩,৮৭০ ভোটে। সেখানে দার্জিলিং কেন্দ্রে ২১,২৭৬ ভোটে বিজয়ী হয় গেরুয়া শিবির। কার্শিয়াং কেন্দ্রটিও ১৫,৫১৫ ভোটে জিতে নেয় বিজেপি। মাটিগারা–নকশালবাড়িতে ৭০,৮৪৮ ভোট ফারাকে বিজেপি জয়ী হয়েছিল অনায়াসে। একই দল শিলিগুড়িতেও বিজয়রথ অব্যাহত রেখেছে ৩৫,৫৮৬ ভোট ব্যবধান তালুবন্দি করে। ফাঁসিদেওয়াতেও গেরুয়া আবীর উড়েছিল ১৭,২৭১ ভোটে এগিয়ে। তবে চোপড়া কেন্দ্রে ৬৪,৯০৫ ভোটের বড় ব্যবধানে শেষ হাসিটি হাসে তৃণমূল। একইসঙ্গে ঘাসফুল শিবির ২০২৬ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্রটি পুনরায় দখল করার বিষয়ে এখন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তবে কালিম্পং ও দার্জিলিং আসনটি দখল করার জন্য ঘাসফুল বাহিনী যে এখন থেকেই বেশ তেড়েফুঁড়ে মাঠে নেমে পড়েছে তা কিন্তু যথেষ্ট লক্ষণীয়। তেমনই বিজেপির হাতছাড়া দুটি সিটও কিভাবে নিজেদের দলে ভেড়ানো যায় তা নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব পাহাড়ে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে। তাদের এবারের টার্গেট আসলে সাতে সাত। আর সিপিএম বা কংগ্রেস এই দৌড়ে এখনও পর্যন্ত নৈব নৈব চ।

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের মতো উত্তরবঙ্গে আরও একটি বহুল চর্চিত সংসদীয় আসন রয়েছে, যার নাম আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র। এর অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা আসন হল তুফানগঞ্জ (কোচবিহার জেলার অন্তর্গত), কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, মাদারিহাট এবং নাগরাকাটা (জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে)।

আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। পরবর্তী ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটেও এখানে নিজেদের জমি ধরে রাখতে সাফল্য পেয়েছিল গেরুয়া শিবির। যদিও বাম আমলে এই নির্বাচনী ক্ষেত্রটি আরএসপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল।

২০১৯ সালে লোকসভার এই আসনে বিজেপি জিতেছিল ২,৪৩,৯৮৯ ভোটে। তখন এখানকার সবকটি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। যদিও আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের বিধায়ক ২০২৩ সালে যোগ দেন তৃণমূলে। ২০২৪ সালের পুনরায় লোকসভায় যান বিজেপি প্রার্থী ৭৫,৪৪৭ ভোটে জয়লাভ করে এই ভোট কেন্দ্র থেকে।

২০২১ সালের সংসদীয় ভোটে তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি পেয়েছিল ১,১৪,৫০৩টি ভোট। তৃণমূল ৮৩,৩০৫টি ভোট পায়। সুতরাং বিজেপির লিড ছিল ৩১,১৯৮ ভোটের। কুমারগ্রাম আসনে বিজেপি পায় ১,১১,৯৭৪টি ভোট। আর তৃণমূলের প্রাপ্তি ছিল ১,০০,৯৭৩টি ভোট। এখানেও বিজেপি জেতে ১১,০০১ ভোটে। অপর কেন্দ্র কালচিনিতে বিজেপি ১,০৩,১০৪টি ভোট করায়ত্ব করে। অন্যদিকে তৃণমূলের জোটে ৭৪,৫২৮টি ভোট। ফলে বিজেপি জয়ী হয় ২৮,৫৭৬ ভোটে।

এরপর ভোটে আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি ভোট পেয়েছিল ১,০৭,৩৩৩টি। তৃণমূল ৯১,৩২৬টি ভোট হাসিল করে। অতএব বিজেপি ১৬,০০৭ ভোটের জয় পেয়ে যায়। ফালাকাটা কেন্দ্রে বিজেপি দখলে নেয় ১,০২,৯৯৩টি ভোট। তৃণমূল ৯৯,০০৩ ভোটে সীমিত থাকে। ফলে ফালাকাটায় তৃণমূল ফালা ফালা হয়ে যায় বিজেপির কাছে মাত্র ৩,৯৯০ ভোটে। আবার মাদারিহাট কেন্দ্রে বিজেপি সমর্থন পেয়েছিল ৯০,৭১৮টি ভোটের। তৃণমূল সাকুল্যে পায় ৬১,০৩৩টি ভোট। এই আসনেও তাই বিজেপি জিতে যায় ২৯,৬৮৫ ভোটে। এমনকি নাগরাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি সাড়া পায় ৯৪,৭২২টি ভোটের। সেখানে তৃণমূল ৭১,২৪৭টি ভোটে সীমাবদ্ধ থাকে। অগত্যা নাগরাকাটাতেও বিজেপি নিজের কপালে বিজয় তিলক কাটে ২৩,৪৭৫ ভোটের ব্যবধানে। অর্থাৎ সার্বিক ভাবে আলিপুর লোকসভা কেন্দ্রে থেকে তৃণমূল থেকে বিজেপি এগিয়ে ছিল ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১,৪৩,৯৩২ ভোটের পার্থক্যে।

এখানেই লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট ময়দান থেকে পরবর্তী দুই বছরে বিজেপির সিন্দুকে ১,০০,০৫৭টি ভোট কম জমা পড়ে। তার মধ্যে আবার আলিপুরদুয়ার বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলের পতাকা ইতিমধ্যেই হাতে নিয়েছেন মানুষের সেবা আরও যাতে বেশি করে করতে পারেন সেই আশায়। এমনই নির্বাচনী পাটিগণিতকে সামনে রেখে তৃণমূল পর্যালোচনা করছে, ২০১৯ থেকে দুই বছরের মধ্যে এক লক্ষ ভোট বিজেপির ফান্ডে কম জমা হয়। আবার সেই গেরুয়া জয় ২০২৪ সালে নেমে আসে মাত্র ৭৫.৪৪৭জন সমর্থনে। ফলে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের জন্য তৃণমূল এখন তাওয়ায় রুটি সেঁকতে শুরু করেছে। কারণ বিজেপির এই ক্রমাগত বছরের পর বছর যাবৎ ব্যাপক রক্তক্ষরণে তৃণমূল প্রত্যাশিত ভাবেই উল্লসিত। আগামী ভোটে বিজেপির ভোট ব্যাঙ্কে ফাটল ধরিয়ে অন্তত চারটে আসন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র থেকে ছিনিয়ে আনাই হলো ঘাসফুল শিবিরের এখন অর্জুনের পাখির চোখ। অপরদিকে দলীয় কোন্দলে জীর্ণ বিজেপি নিজেদের ঘর গুছিয়ে কিভাবে সবকটি আসনে ফের গেরুয়া আবীর ওড়াতে পারবে, সেই রণকৌশল ঠিক করতেই।

শোক সংবাদ

বাসবী চ্যাটার্জী প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা তথা বাংলার কিংবদন্তি পশুপ্রেমী এবং প্রখ্যাত সমাজ কল্যাণ সংগঠন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সহ কোষাধ্যক্ষ বাসবী চ্যাটার্জী ২৩ অক্টোবর ২০২৫ ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে সন্ধ্যা ৬টা ২২ মিনিটে ৭১ বছর বয়সে পরলোকে পাড়ি দিলেন। তিনি শুধু পশুপ্রেমী নন ছিলেন দক্ষ সংগঠক। কলকাতা শহরে যখন পশুকল্যাণ সচেতনতা সেভাবে গড়ে ওঠেনি তখন থেকে লড়াই করে চলেছেন পশুদের প্রতি হিংসা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। শেষ জীবনের প্রায় ২০টা বছর নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রাণপুরুষ তরুণ ভূষণ গুহ স্নেহধন্যা বাসবী চ্যাটার্জী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহর সহযোগিতায় সমিতির প্রাণকেন্দ্র বিবেক নিকেতনকে নিজের ভালোবাসার স্বপ্নক্ষেত্রে পরিণত করে গেছেন। তিনি শিশু ও বয়স্ক আবাসিক, কর্মী, কর্মকতা, পশুপ্রেমীদের ছিলেন প্রধান ভরসাস্থল। সমিতির কাছে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। আলিপুর বার্তা, দেশলোক এবং নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে বাসবী চ্যাটার্জীর আত্মার শান্তি কামনা ও তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

চলে গেলেন উমা সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ অক্টোবর সকাল বেলা বিশিষ্ট ভাস্কর উমা সিদ্ধান্তের জীবনাবসান পরিঝরে। প্রাথমিক শিল্পশিক্ষা ফণীভূষণ দাশের কাছে। পরবর্তীকালে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাস্কর শিক্ষালাভ করেন কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে। কলেজে শিক্ষক হিসাবে প্রদোষ দাশগুপ্তের সান্নিধ্যে

আসেন। কর্মজীবনে মহাদেবী বিড়লা এবং শ্রী শিক্ষায়তন কলেজে শিল্প শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিগুলি হল ভারজিন মাদার, ব্লসমস, ক্যাকটাস মাদার, ভিসিলেন্স, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, প্রিমিটিভ ১, ডান্সিং গার্ল প্রভৃতি। তিনি তিনটি বই লিখেছিলেন, 'লোকশিল্পে লোকশিক্ষা', 'আনন্দ' এবং 'ইউরোপের ডায়েরি'। লোকশিল্পের মাধ্যমে জনশিক্ষার এক অভিনব পদ্ধতি প্রণযাজের জন্য এনসিইআরটি, নিউ দিল্লি তাঁকে ১৯৭৯ ও ১৯৮০ দুবার জাতীয় পুরস্কার প্রদান করে। ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর প্রতীকটির ডিজাইন তিনি করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে কলেজে পড়াকালীন তিনি বি.এম. বিড়লা গোল্ড মেডেল পান। ১৯৯২ সালে ললিত কলা অ্যাকাডেমী নিউ দিল্লি তাঁকে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে জীবনকৃতি সম্মান প্রদান করে। ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে মহাশিল্পী সম্মান প্রদান করে। তাঁর সারাজীবনের কর্মকাণ্ড নিয়ে 'Sculpture and beyond – An endless journey' নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে।

কলকাতা এবার আজাদ হিন্দ ময়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালীপুজোর পরের দিনই পড়েছিল আজাদ হিন্দ দিবস ২১ অক্টোবর। সমাজমাধ্যমে এদিন সকাল থেকেই আজাদ হিন্দ সরকার ও নেতাজি সম্পর্কিত পোস্টে ভরে উঠেতে থাকে। এবারের ৮৩ তম আজাদ হিন্দ দিবস উপলক্ষে নেতাজী সুভাষ ফেসবুক পেজের উদ্যোগে নেতাজী সুভাষ ব্রিগেড –এক সংগ্রাম এই নামে আজাদ হিন্দ দিবস পালিত হয়। মান্না কুরী, প্রসেনজিৎ, রাহুল, অর্ক, সম্বিক প্রমুখ তরুণদের প্রথম কার্যসূচি এটি। উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে দেশবন্ধু মূর্তিতে পুষ্প অর্পণের পর শোভাযাত্রা সহকারে শ্যামবাজার পাঁচ মাথায় নেতাজি মূর্তির পাদদেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ডা.মধুসূদন পাল ও ড. জয়ন্ত চৌধুরী। দীর্ঘ এই মিছিলে জাতীয় পতাকা, আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকা ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের গান, নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা, নেতাজির বক্তৃতার রেকর্ড ছাড়াও জয় হিন্দ ধ্বনিতে রাজপথ মুখর হয়ে উঠেছিল। মিছিলের শেষে সন্তান দলের একটি ট্যাবলো যুক্ত হয়েছিল। এরপর বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি হলে নেতাজি ব্রিগেডে তরুণ সদস্যরা দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। নেতাজি গবেষক ডা. মধুসূদন পাল ও ড.জয়ন্ত চৌধুরী নেতাজি ও আজাদ হিন্দের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। লেখক ও কবি সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্থার সভাপতি প্রীতম সেনগুপ্তের সাথে তার বই তুলে দেন। সংস্থার সহ সভাপতি ডা. ইন্দ্রনীল ঠাকুর নেতাজি কে নিয়ে স্বরচিত সংগীত পরিবেশন করেন। ব্রিগেডের সদস্যদের দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশনা খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন অর্পণ কুন্ডু।

'গায়েত্রী বসু মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন' এর উদ্যোগে নেতাজী ভবন সহ কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ২১ অক্টোবর, আজাদ হিন্দ সরকারের ৮৩ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয় পদযাত্রার মাধ্যমে। মৈত্রেয়ী বসু, ড.জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেক বছরের মতো এবারও প্রোজ্জ্বল ২১ অক্টোবর উদযাপন করলো নেতাজীপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন আজাদ হিন্দ ফ্রন্ট। সংগঠনের সভাপতি ড.দীপায়ন পালের নেতৃত্বে মধ্য কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত হল নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার স্বর্ণালী ৮৩তম বার্ষিকী। জনসভায় সভাপতি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন দলের মুখপাত্র কুণাল মুখার্জি, বাঁকুড়া জেলা পর্যবেক্ষক সুদীপ পাল, সমাজসেবী সুভাষ পাল, যুবনেতা স্বর্ণাভ মুখার্জি ও পদ্মনাভ ঘোষ। সমাবেশের অন্তিমে প্রত্যেকে সমগ্র ভারতে নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকার পুন: প্রতিষ্ঠার শপথগ্রহণ করেন। জয় হিন্দ, জয়তু নেতাজী শ্লোগানে কলেজ স্ট্রিটের রাজপথ মুখরিত হয়ে ওঠে।

এদিন দক্ষিণ কলকাতার চেতলার হিন্দ সংঘ, আলিপুর বার্তা পত্রিকা ও নেতাজী চেতনা মঞ্চ আজাদ হিন্দ দিবসে নেতাজি, রাসবিহারী বসু ও আজাদী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করে।

কলকাতার রেড রোডে অবস্থিত আজাদ হিন্দ শহীদ স্মারকেও নানা সংস্থা ও সংগঠনের তরফে আজাদ হিন্দ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। রাসবিহারী বসু ও নেতাজীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে আর বি অ্যাভিনিউ বিবেকানন্দ সেন্টার ফর সোসাল সারভিসের পক্ষ থেকে শুভাষিস চৌধুরি সহ অন্যান্যরা।

আরাধনা: সাউথ গড়িয়া শক্তি সংঘের ক্লাব ভবন মাঠে উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী লীনা চৌধুরী, সহ আরও অনেক নেত্রীবৃন্দ। জগদ্ধাত্রী পুজোর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং প্রতিমার জৌলুশ দেখতে মানুষের ঢল নেমেছে। ৪৭ বছর ধরে এই পুজো দুর্গাপুজোর পরে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

অহেতুক বাগবিতণ্ডা

প্রথম পাতার পর

এরপর যারা বাকি থাকবে তারাই পড়বে সন্দেহের তালিকায়। তাদের জন্যই হবে নথি যাচাই। এরপরও যারা আটকে যাবে তাদের মধ্যে থাকবে মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট ও অবৈধ ভোটার। এক্ষেত্রে এসআইআর–এর ফল নিয়ে একটা অঙ্কের খেলাও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বিজেপির নেতারা বলছেন এই রিভিশনে ১ কোটির উপর ভুয়ো ভোটার বাদ যাবে। সিপিএম বুথ পিছু যে ভুয়ো ভোটারের হিসাব দিচ্ছে তাও কোটির উপর। তৃণমূল একে অতিরঞ্জিত বলে কটাক্ষ করছে বটে তবে ২০০২ সালে শেষবার এসআইআর হওয়ার পর ২০০৫ সালের ৪ আগস্ট সংসদে এনডিএর জোটসঙ্গী আজকের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ সমস্যাকে ডিজাস্টার বলে উল্লেখ করেছিলেন। আশঙ্কা করেছিলেন এর ফলে সিভিল ওয়ার হতে পারে। তখনও সংখ্যাটা ছিল কোটির উপর। বাংলাকে নিয়ে এ এক ধারাবাহিক খেলা। ভোট আসে ভোট যায়, অনুপ্রবেশের দাবীর কোনো সমাধান হয় না। মানা না মানার দ্বন্দে তা চলতেই থাকে। কিন্তু এই সংখ্যাটা কোথা থেকে এলো সেটাও একবার ভেবে দেখা দরকার। তথ্যের কারবারিরা বলছেন, ২০০২ সালের এসআইআর–এর পর যে ভোটার সংখ্যা ছিল এবং ২০২৫ এর ১ জানুয়ারি প্রকাশিত তালিকার ভোটার সংখ্যার ব্যবধান বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার ২০২৫ সালে ভোটারের সংখ্যা নাকি ছাপিয়ে যাচ্ছে বাংলার প্রাপ্ত বয়স্কদের সংখ্যা। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ১ থেকে দেড় কোটি বেশি। এদের পিছনে যে রাজনৈতিক দল দাঁড়াবে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে ভুয়ো ভোটারের মদতদাতা হিসাবে। সেই রিস্ক সম্ভবত কোনও রাজনৈতিক দলই নিতে চাইবে না। কাজটা খুব একটা কঠিন না হলেও যে অহেতুক রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছে তা কাটাতে হবে প্রশাসনিক দক্ষতায়। এর আগে অনেক কঠিন কাজ এ রাজ্যের সরকারি কর্মীরা সফলতার সঙ্গে করেছেন, এবারও তার অন্যথা হবে বলে মনে হয় না।

যাদের কাঁধে এই সরকারি কাজের দায়িত্ব বর্তেছে, সকলেই কোনো না কোনো জেলার কর্মী। ফলে জেলা প্রশাসনগুলির দক্ষতার উপর নির্ভর করবে এসআইআরের সফলতা। যদিও দীর্ঘদিন সরকারি অফিসগুলোতে স্থায়ী অ্যাপয়েন্টমেন্ট না হওয়ায় কম সংখ্যক কর্মী নিয়েই এবার এই সফলতা অর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্বচ্ছ ভোটার তালিকাই অবাধ নির্বাচনের চাবিকাঠি। গণতন্ত্র নির্মাণের প্রথম ধাপটাই যদি পিচ্ছিল হয়, তাহলে সেখানে প্রজাতন্ত্র দাঁড়াতে পারে না। এজন্য জেলা প্রশাসনকে অনেক বেশি নিরপেক্ষ ও সংবেদনশীল হতে হবে। প্রশাসনিক মহলের ধারণা কাজ চালুর ঠিক একদিন আগে ১৪ জন জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন অধিকারিক সহ এডিএম, বিডিও বদলি স্টার্টিং পয়েন্টের গতি কিছুটা কমিয়ে দিতে পারে। নতুন অধিকারিকদের নতুন জেলার কাজের ধরণ জানতে বুঝতে কিছুটা সময় চলে যাবে।

তবে যাই হোক না কেন এসআইআর সুষ্ঠ ও নির্বিঘ্ন করে দেখাতেই হবে এ রাজ্যের সরকারকে। তা না হলে আগামী নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলার রক্ষার প্রশ্নে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে। তার চরম মাশুলও হয়ত গুনতে হতে পারে। এই কারণে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজ্য সরকারকে সাংবিধানিক দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। যদিও কাজ শুরুর প্রথম থেকে সাধারণ জনগণ সচেতন হলে এসবের অবকাশ থাকবে বলে মনে হয় না।

আবর্জনায় অবরুদ্ধ ঝোরা

জয়ন্ত চক্রবর্তী : শিলিগুড়ি পুরো নিগমের অন্তর্গত পোখাইজোতে একটি ঝোরা রয়েছে। ঝোরাটি আবর্জনায় অবরুদ্ধ দেখে মনে হবে যেন এটা এক নর্দমা অথবা আবর্জনা ফেলার জায়গা। এলাকাবাসীরা এই নিয়ে খুব সমস্যায় রয়েছে। কারণ এর কারণে মশা মাছির উপদ্রব বাড়ছে এবং এলাকাবাসী খুবই সমস্যার মধ্যে রয়েছে। তারা চায় অবিলম্বে সুষ্ঠু পদক্ষেপ নিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করুক সংশ্লিষ্ট দপ্তর। কিন্তু ওয়ার্ড কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে এই সমস্যার সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। আগামীদিনে ওই ঝোরাটি পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। উল্লেখ্য উক্ত এলাকার মধ্য দিয়ে দিয়ে বয়ে চলা ঝোরাটি মালাগুড়ির কাছে পঞ্চানন নদীতে মিশেছে।

উত্তরের আঙিনায়

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ কিছু মানুষ এই ঝোরাতে আবর্জনা ফেলে এর ফলে সাধারণ মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে বলা যায় জনগণ সচেতন না হলে কিছুতেই সমস্যার সমাধান করা যায় না

সংখ্যা কমছে বাণিজ্যে

প্রথম পাতার পর

এতে তাদের ডেডিকেশনের অভাব আছে বলে সংসদ সভাপতি জানান। ফলাফলের বিচারে দক্ষিণ ২৪ জেলার ফলাফল এবার খুবই উল্লেখযোগ্য। ফলাফলে কলকাতা জেলার স্থান রয়েছে ১২ নম্বরে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য বলেন, উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় পর্বের ফলাফল প্রকাশের পর পরীক্ষার্থীরা মার্কশিটের হার্ডকপি হাতে পাবেন। আপাতত, পরীক্ষার্থীরা সংসদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে প্রথম পর্বের পরীক্ষার নিজনিজ ফলাফলের পিডিএফ ফরম্যাটের মার্কশিট ডাউনলোড করতে পারবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষকরা তাতে স্বাক্ষর ও সিলমোহর দিয়ে তা ছাত্রছাত্রীদের দিতে পারবেন।

এদিকে, বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, অধ্যাপক ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকে আপাতত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর দায়িত্ব যুগ্ম ভাবে পালন করতে হবে। যদিও শিক্ষামহলের একাংশের মত এভাবে এক সঙ্গে ২ টি দায়িত্ব পালন করা বেশ কঠিন কাজ।

ATAL Faculty Development Program at BBIT on Smart City Technologies

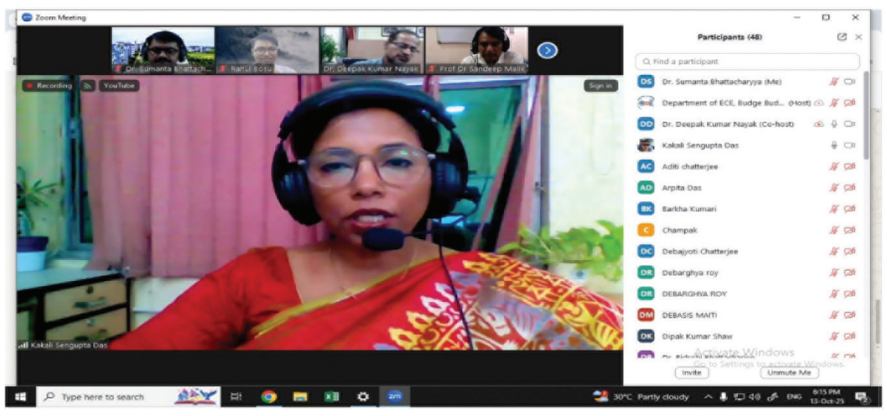

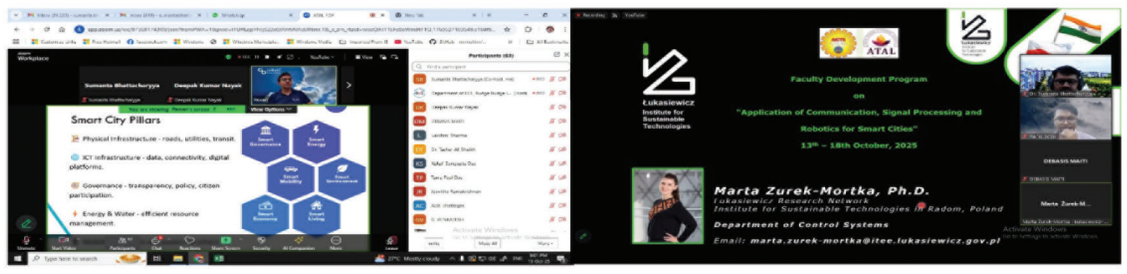

The Department of Electronics and Communication Engineering at Budge Budge Institute of Technology (BBIT), Kolkata, successfully organized a six-day AICTE Training and Learning (ATAL) Faculty Development Program (FDP) on *"Application of Communication, Signal Processing and Robotics for Smart Cities"* from 13th to 18th October 2025.The program aimed to equip faculty members, researchers, and industry professionals with advanced knowledge and hands-on experience in emerging technologies driving smart city development. Renowned experts from institutions such as IIT Jodhpur, NIT Silchar, Bhabha Atomic Research Centre, and industry leaders from Ericsson, Intel, and VVDN Technologies delivered insightful sessions covering topics like deep learning, IoT, robotics, wireless communication, and sustainable urban mobility.The event was coordinated by Dr. Deepak Kumar Nayak, Professor, and Dr. Sumanta Bhattacharyya, Associate Professor, Department of ECE, under the leadership of Kakali Sengupta Das, Head of the Department, and Prof. (Dr.) Sandeep Malik, Principal, BBIT. Sponsored by AICTE Training and Learning (ATAL) Academy, the FDP served as a dynamic platform for interdisciplinary learning, innovation, and collaboration towards building intelligent and sustainable urban ecosystems.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ
জেলা উদ্যানপালন দপ্তর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রুপায়নের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

১) সুরক্ষিত চাষ করার জন্য অনুসেচের ব্যবস্থাসহ কাঠামো নির্মাণ (রাজ্য সরকার অনুমোদিত সংস্থা দ্বারা ও মান অনুযায়ী করতে হবে)

প্রকল্প	প্রকল্প মূল্য	অনুদান
ক) ধাতব নল সহযোগে স্বাভাবিক বায়ু চলাচল যুক্ত পলি হাউস গঠন।	৫০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত ১২০০টাকা/ বর্গ মিটার। ১০০৮ বর্গ মিটার পর্যন্ত ১০৫০ টাকা/বর্গ মিটার।	৬০০ টাকা/ বর্গ মিটার (৫০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত) ৫২৫ টাকা / বর্গ মিটার (১০০৮ বর্গ মিটার পর্যন্ত) পরিকাঠামোর মধ্যে অনুসেচের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।
খ) ২০০ বর্গমিটার এলাকার বাঁশ সহযোগে স্বাভাবিক বায়ু চলাচল যুক্ত পলি হাউস গঠন।	৪৫০ টাকা/ বর্গ মিটার।	২২৫ টাকা / বর্গ মিটার।
গ) ধাতব নল সহযোগে ছায়াজাল নির্মিত ঘর গঠন।	৭১০ টাকা/ বর্গ মিটার।	৩৫৫ টাকা / বর্গ মিটার।
ঘ) ২০০ বর্গমিটার এলাকার বাঁশ সহযোগে ছায়াজাল নির্মিত ঘর গঠন	৪৫০ টাকা / বর্গ মিটার।	২২৫ টাকা / বর্গ মিটার।

২) সুরক্ষিত কাঠামোর সবজি/ফুল চাষ:

প্রকল্প	প্রকল্প মূল্য	অনুদান
ক) পলি হাউস নির্মিত ঘরে উচ্চমূল্য যুক্ত সবজি চাষে সহায়তা।	১৫০ টাকা / বর্গ মিটার।	৭৫ টাকা / বর্গ মিটার।
খ) পলি হাউস/ ছায়াজাল নির্মিত ঘরে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, লিলি চাষে সহায়তা।	৪৫০ টাকা / বর্গ মিটার।	২২৫ টাকা বর্গ মিটার।
গ) পলি হাউস/ ছায়াজাল নির্মিত ঘরে জারবেরা, কার্নেশন চাষে সহায়তা।	৬০০ টাকা / বর্গ মিটার।	৩০০ টাকা / বর্গ মিটার।

৩) স্বল্প মূল্যের পেঁয়াজ সংরক্ষন কেন্দ্র স্থাপন:

প্রকল্প	প্রকল্প মূল্য	অনুদান
২৫ মে. টন রক্ষন ক্ষমতাযুক্ত স্বল্প মূল্যের পেঁয়াজ সংরক্ষন কেন্দ্র স্থাপন।	২,০০,০০০ টাকা।	১,০০,০০০টাকা।

কারা সুবিধা পেতে পারেন:
আগ্রহী কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, এফ পি ও এবং এফ পি সি যাদের লিজ (সর্বনিম্ন পাঁচ বছর) বা মালিকানাধীন জমি আছে।

যেসব প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করতে হবে:
১) যথাযথ ভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র (সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি মারফত অনুমোদিত হবে)।
২) জমির নথির স্বাক্ষরিত ফটোকপি/ ROR/ নিবন্ধিত বর্গা দলিল/ পাট্টা রেকর্ড/ বন পাট্টা/ নিবন্ধিত দলিল / ইজারা চুক্তি (নিবন্ধিত বা নোটারী) জমির যেখানে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩) ব্যাংক একাউন্টের বিবরনের স্বাক্ষরিত ফটোকপি।
৪) ভোটার কার্ডের স্বাক্ষরিত ফটোকপি।
৫) আধার কার্ডের স্বাক্ষরিত ফটোকপি।
৬) পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ টি)।
৭) মোবাইল নাম্বার (যা আধার ও ব্যাংক আকাউন্টের সাথে সংযুক্ত)।

আবেদন পত্রগুলি বিভিন্ন ব্লকে নিয়োজিত ফিল্ড কনসালট্যান্টের কাছে **১২.১১.২০২৫ তারিখের** মধ্যে জমা করতে হবে। বিস্তারিত বিবরণ ও তথ্যের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নিয়োজিত ফিল্ড কনসালট্যান্ট অথবা মহকুমা উদ্যানপালন আধিকারিকের করণ বারুইপুর/ কাকদ্বীপ/ ডায়মণ্ড হারবার অথবা জেলা উদ্যানপালন আধিকারিকের করণ, নব প্রশাসনিক ভবন, অষ্টম তল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ফোন নম্বর ০৩৩২৪৪৯৭৫৫১ যোগাযোগ করতে পারেন।

পিজি–তে পিঙ্ক করিডরের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার 'ইনস্টিটিউট অভ পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ(এসএসকেএম)–এ রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ও কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছেলে ও মেয়েদের স্তন ক্যান্সার মোকাবিলায় 'পিঙ্ক করিডরে'র(গোলাপী রাস্তা) উদ্বোধন হল। ২৫ অক্টোবর এটির উদ্বোধনে

উপস্থিত ছিলেন ডা. দীপ্তেন্দু সরকার, অগ্নিমিতা গিরি সরকার, তরুণ সাঁপুই প্রমুখ। কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনে এক অধিবেশনে ডা. দীপ্তেন্দু সরকার বলেন, 'কলকাতা পৌর এলাকায় প্রতি ৩৩ জন মহিলার মধ্যে এক জনের স্তন ক্যান্সার হবেই এবং পুরুষদের প্রতি ৯৯ জনের মধ্যে একজনের স্তন ক্যান্সার হবেই। স্তনে লাম্প(গাঁট) আছে কী না বা স্তনে কোনও বিকৃতি আছে কী না বা স্তন বৃন্ত থেকে কোনও রক্ত ক্ষরণ হয়েছিল কী না আশাদিদিরা গ্রাম ও শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্তন ক্যান্সারের ক্লিনিক রয়েছে। এখানে রোগীর আল্ট্রা–সোনোগ্রাফি ও বায়োপসি করা হয় এবং গুরুত্ব সহকারে রোগীর চিকিৎসা করা হবে।

ডা. সরকার আরও বলেন, 'তবে এই স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসায় গ্রামাঞ্চলে যতটা সফলতা পাওয়া গিয়েছে, শহরাঞ্চলে ততটা সফলতা পাওয়া যায়নি। তাই কলকাতা পৌরসংস্থা সহযোগিতা করলে আমরা শহরাঞ্চলে স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসায় একটা সাফল্য পাবো। আগামী দু'বছরের মধ্যে আমরা স্তন ক্যান্সারে আল্টি–ডিটেকশনে আসতে চাইছি। এসএসকেএম হাসপাতালে ৬১৮ জন আশাকর্মীর এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।' মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, 'নিশ্চিতভাবে কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে আশ্বস্ত করতে পারি আমরা এই বিষয়ে আপনাকে সাহায্য সহযোগিতা করবো। কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডের আর্বান হেল্‌থ সেন্টারগুলি এগুলির বিষয়ে ডিটেকশন করে আপনাদের সহযোগিতায় পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টায় থাকবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ফ্রি পৌর পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব হল দুর্গোৎসব। আর কলকাতা শহর হল এই দুর্গোৎসবের মূল প্রাণকেন্দ্র। রাজ্য প্রশাসন থেকে শোনা যায় যে, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসায়িক লেনদেন হয়। তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থা এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কত টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব পেল?

মধ্য কলকাতা ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে–র প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কলকাতায় মহালয়ের দিন থেকে দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে কলকাতা পৌর এলাকা ও কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত দর্শনার্থীর জন্য যে কয়েক মেট্রিক টন অতিরিক্ত কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হয়, তা অপসারণের কাজে পৌর জঞ্জাল অপসারণ দফতর কোনও প্রকার রাজস্ব ছাড়াই পরিষেবা দেয়, তাই অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের বিষয় এখানে আসছে না।

এছাড়া দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃপক্ষ ব্যানার, ফ্লেক্স, হোর্ডিং ইত্যাদিভাবে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে, তার জন্যও কলকাতা পৌরসংস্থা কোনও বিজ্ঞাপন ফিজ নেয় না। পৌর সিভিল ডিপার্টমেন্টও কোনও রাজস্ব নেয় না। তার কারণ হল, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা আমাদের ভারতীয় বাঙালিদের কাছে দুর্গোৎসব সবথেকে শ্রেষ্ঠ উৎসব, সেই উৎসবের আরও ক্রমোন্নয়ন হোক। আর এটা করছেন বলে, ২০১১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা টার্নওভার হচ্ছে। যেটা এরাজ্যের জিডিপির একটা বড়ো অংশ। তাই কলকাতা পৌরসংস্থাও নিশ্চিতভাবে কলকাতা পৌর রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। তবে, রাজ্যের ওভারঅল ডিভেলপমেন্ট হচ্ছে। তবে বিরোধীরা যে সমালোচনা করছে, রাজ্যের অধিকাংশ দুর্গোৎসব কমিটিকে এবার যে ১,১০,০০০ টাকা অনুদান দিল, আসলে সেই অনুদানটা রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও বেশি করে 'রিভলভিং করলো। সেইজন্যই রাজ্য এই অনুদান দেয়। তাই কলকাতা পৌরসংস্থাও রাজ্য সরকারের সঙ্গে সাথী হয়ে এই ফ্রি পরিষেবাটা দেয়। তাই পৌর রাজস্ব ক্ষতি হলেও কলকাতা পৌরসংস্থা এর সঙ্গে থেকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগকে স্বাগত জানায়।'

পুরনো বাড়ির কাঠামো প্রশ্নের মুখে

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থার সমস্ত পুরনো বাড়ির 'স্ট্রাকচারাল স্ট্যাবিলিটি এবং 'কনডেম' অংশের পরিসংখ্যান করার কী কোনও পদ্ধতি বর্তমানে জারি রয়েছে? কারণ, কলকাতার পুরনো বাড়ির মালিকানাধীন সমস্যাসহ কলকাতায় চলতি বছর মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টি এরকম একাধিক কারণে এইসব বাড়ির ওপর থাকা গাছগুলি বৃষ্টির জল পেয়ে এতোটা বড়ো এবং এতোটাই ভারী হয়ে গিয়েছে, যে বাড়িগুলি ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, মহানাগরিকের কাছে জানতে চাই এইসব বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে দেবার কোনও পদ্ধতি বা আইন আছে কী?

উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'হ্যাঁ আছে। কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত 'ডিল্যাপিডেটেড বিল্ডিংয়ের পরিসংখ্যান ইতিমধ্যেই পৌরসংস্থায় আছে। প্রত্যেক ওয়ার্ডের বিল্ডিং দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত সাব অ্যাসিস্টেন্ড ইঞ্জিনিয়ার এই পরিসংখ্যান করে থাকে এবং নিয়মিত আপডেটও করে থাকে। কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তর নিয়মানুযায়ী শহরের বিপজ্জনক বাড়ির 'ডিল্যাপিডেটেড অংশ ভেঙে দেয় এবং দেওয়ালের গাছও কেটে দেয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই কোর্ট কেস এবং শরিকি বিবাদের কারণে এই কাজে খুবই অসুবিধা হয়।

মহানাগরিক আরও জানান, বিল্ডিং দপ্তরের পক্ষ থেকে এই সমস্ত বাড়িতে কলকাতা পৌরসংস্থার ১৯৮০ সালের পৌর আইনের ৪১১/১১ ধারানুযায়ী বাড়ির মালিক এবং সেখানকার বসবাসকারী সকলকে বাড়িটি মেরামত করার, অযোগ্য অংশটি ভেঙে ফেলতে বলা হয়। অন্যথায় কলকাতা পৌরসংস্থার আইনের ৪১১ সাব–সেকশন ২ ধারানুযায়ী ওই বাড়িটি খালি করতে বলা হয় এবং সেখানে বসবাসকারীকে পৌর আইনানুযায়ী 'সার্টিফিকেট অব অকুপেন্সি' প্রদান করা হয়। পৌর অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের নামের রেকর্ড অনুযায়ী আগামীদিনে ওই জমিতে যখন নতুন বিল্ডিং গড়ে উঠবে, তখন তারা আগে যতটুকু অংশে বসবাস করতো আইনানুযায়ী ততটা অংশ যাতে পায়, তার ব্যবস্থাও করে দেয়। এছাড়াও যদি দেখা যায় যে, সেরকম কোনও বিল্ডিং ভেঙে পড়বে অথচ সেখানে মানুষ বসবাস করছে, সেখানে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে নিয়ে সেই বিল্ডিংকে খালি করে, বসবাসকারীদের 'সার্টিফিকেট অব অকুপেন্সি' দেওয়া হয়। পরে নতুন নির্মাণ করে, তাদের সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত পৌরপ্রতিনিধিদের জানাই কলকাতার কোথাও পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে, তাহলে নিশ্চিতভাবে বিল্ডিং দপ্তরকে জানাবেন।'

শুরু হতে চলেছে সিনে প্রেমীদের উৎসব

প্রিয়ম গুহ : ঢাকে কাঠি পড়ে গেল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। ২৮ অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলনে ৩১ তম চলচ্চিত্র উৎসবের সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানালেন এবছর ১৮২৭ সিনেমার মধ্যে প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছে ৪৩ টি চলচ্চিত্র, ১৯ টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি এবং ১০টি তথ্যচিত্র। অপ্রতিযোগিতা মূলক পর্যায়ে রয়েছে ৮৯ টি চলচ্চিত্র, ৫৪ টি স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং তথ্যচিত্র। ৩৯ টি দেশ এ বছর অংশগ্রহণ করছে। সিনেমার মধ্যে রয়েছে ১৮টি ভারতীয় ভাষা সিনেমা এবং ৩০ টি বিদেশি ভাষার সিনেমা। ২১ টি জায়গায় হচ্ছে চলচ্চিত্র উৎসব, যার মধ্যে নন্দন ১,২,৩, রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, সিনেমা সেন্টেরারি বিল্ডিং, নজরুল তীর্থ ১ ও ২, নবীনা সিনেমা, বিনোদিনী থিয়েটার, মেনকা সিনেমা, অজন্তা সিনেমা, পিভিআর মানি স্কোয়ার, আইনক্স মেট্রো, আইনক্স কোয়েস্ট মল, আইনক্স সাউথ সিটি, গ্লোব সিনেমা, নিউ এম্পিয়ার সিনেমা, প্রাচি সিনেমা। ২১৫টি ছবি স্থান পেয়েছে এবারের উৎসবে।

সম্মেলনে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন জানালেন, এবছর 'সিনে আড্ডার' নাম বদলে হয়েছে 'গানে গানে সিনেমা'। ৭ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর চলবে আলোচনা এবং গান। উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন শিল্পী এবং অভিনেতারা।

শিশির মঞ্চে সিনেমা নিয়ে আলোচনা হবে। জন্ম শতবর্ষে কুর্নিশ জানানো হচ্ছে প্রদীপ কুমার, গুরু দত্ত, সন্তোষ দত্ত, রবার্ট আল্টম্যান, সিয়াম পেকিনপাহ, রিচার্ড বুরটন এবং ওজসিইচ হাঁস। এনাদের নিয়ে গগনেন্দ্র প্রদর্শনালয়তে থাকছে প্রদর্শনী। এছাড়াও ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে আলোচনা থাকছে শিশির মঞ্চে। সম্মান জানানো হচ্ছে সলিল চৌধুরীকেও।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার ট্রফি তুলে দেওয়া হবে সেরা চলচ্চিত্রকে। ভারতীয় ভাষায় সেরা চলচ্চিত্রকে তুলে দেওয়া হবে হীরালাল সেন মেমোরিয়াল ট্রফি। এশিয়ার ৯টি চলচ্চিত্রকে তুলে দেওয়া হবে নেটপ্যাক অ্যাওয়ার্ড। এছাড়াও ৭ টি বাংলা সিনেমা, ১৯ টি ভারতীয় স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি এবং ১০টি ভারতীয় তথ্যচিত্রকে তুলে দেওয়া হবে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ট্রফি। সবের সাথে থাকছে টাকা। ৬ নভেম্বর বিকেল চারটে ধনধান্যে অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে উদ্বোধন হবে চলচ্চিত্র উৎসবের। উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে দেখানো হবে সপ্তপদী।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, অভিনেত্রী তথা বিধায়ক জুন মালিয়া, পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী সহ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব সান্তনু বসু।

ছবি : প্রীতম দাস

নজিরবিহীন সিদ্ধান্তে রুটিন বদলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শতবর্ষের কলকাতা পৌরসংস্থার ইতিহাসে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত রচিত হল। পৌরসংস্থার বর্তমান পৌর কমিশনার বা মহাধ্যক্ষকে মাত্র ১ বছর ৮ মাস ২১ দিনের সময়কালে বদলি করে দেওয়া হল। গতবছর ৫ ফেব্রুয়ারি হাওড়া পৌরসংস্থার পৌর কমিশনার থেকে বদলি হয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার কমিশনার পদে আইএএস ধবল জৈন নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি পৌর কমিশনারসহ কেইআইআইপি'র প্রজেক্ট ডিরেক্টর ছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী কর্পোরেশনের মুখ্য অরাজনৈতিক প্রশাসক হলেন পৌর মহাধ্যক্ষ বা কমিশনার। পৌর কমিশনারের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। তিনি মহানাগরিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে পৌর কাজ করেন। কর্পোরেশনের অন্যান্য সকল কর্মচারী তাঁর অধীনে কাজ করেন। কর্পোরেশনের সকল দলিল ও তথ্যের তিনি রক্ষক ইত্যাদি। কিন্তু সেই পৌর কমিশনার ধবল জৈনকে মাত্র ২ বছরেরও কম সময়ে বদলি করে বীরভূম জেলার জেলাশাসক পদে নিযুক্ত করা হল। তাঁর জায়গায় নতুন পৌর কমিশনার হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা আইএএস সুমিত গুপ্তা। তিনি জেলাশাসক হয়ে আসেন ২০২২ সালের ৬ জুন। তিনি জেলাশাসক ও সমাহর্তা পদে একটানা ৩ বছর ৪ মাসের অধিক সময় কাজ করার পর বদলি হয়ে কলকাতা পৌরসংস্থায় এলেন।

বার্তা

বেহাল: কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তা তারাতলা মেন রোডের বেহাল অবস্থা দীর্ঘ ১ বছর ধরে। নিত্যদিন দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। তারাতলা মেইন রোড থেকে জিনজিরা বাজার এবং রিভাইন রোড ময়লা ডিপোরও রাস্তার অবস্থাও প্রায় একই। এই ব্যাপারে উদাসীন কলকাতা পৌরসভার ৮০ নম্বর ওয়ার্ড প্রশাসন।

হৈমন্তী: দক্ষিণ শহরতলির বজবজ বিধানসভার বাওয়ালি রায় চক্রবর্তী পাড়ায় নাট্যকার শুভাশিস চক্রবর্তীর বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো। এবছর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল।

ছবি : অরুণ লোধ

আরাধণা: হাওড়া ডোমজুড় জেলেপাড়ার জগদ্ধাত্রী পুজো ও কুমারী পুজো

ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন: সেন্ট্রাল অ্যভিনিউ সাগর দত্ত লেনের সেন বাড়ির ১০৮ তম জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।

ছবি : সুমন সরদার

তারাপীঠের ধারে কাছে অজানা ৭ পর্যটন কেন্দ্র

কুনাল মালিক

অনেকেই তারাপীঠে আসেন তারাপীঠ মন্দিরে মা তারার কাছে পুজো দিতে। পুজো দেবার পর তারাপীঠ মহাশ্মশানেও অনেকে পরিভ্রমণ করেন।। তারপর আবার সড়কপথে বা ট্রেন পথে বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু মাত্র ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা খরচ করলে তারাপীঠ মন্দিরের কাছাকাছি সাতটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র দর্শন করে নিতে পারেন অনায়াশেই। সম্প্রতি তারাপীঠ গিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হল তা খুবই সুন্দর এবং মনে রাখার মত। খুব সকালে পূজো দেবার পর হাতে অনেকটা সময় ছিল। কারণ রামপুরহাট থেকে কলকাতা ফেরার আমার ট্রেন ছিল 'মা তারা এক্সপ্রেস' যেটা দুপুর দুটো দশ মিনিটে ছাড়বে। তারাপীঠের দ্বারকা ব্রিজ অথবা তিনমাথার মোড় থেকে পর্যাপ্ত অটো এবং টোটো পেয়ে যাবেন। যেহেতু আমি তারাপীঠ তিনমাথার মোড়ে নিউ আপ্যায়ন লজে থাকি তাই ওইখান থেকেই একটি টোটো রিজার্ভ করে নিলাম ২৫০ টাকার বিনিময়ে। টোটো আমাকে নিয়ে তিনমাথা ফেলে তারাপীঠের কোলাহল ছেড়ে ক্রমশ এগিয়ে চলল সামনের দিকে দুদিকে সবুজ গাছগাছালিকে সাক্ষী রেখে। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম বীরচন্দ্রপুরে। রাস্তার ডানদিকে সুদৃশ্য গেট দিয়ে ঢুকে পড়লাম জগন্নাথ মন্দিরে। এই মন্দিরে পুরীর আদলেই পুরীর কারিগর দ্বারা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি আছে। এখানে টাকার বিনিময়ে মহাপ্রসাদও পাওয়া যায়।। পুরীর মত এখানে জিভে গজা বিক্রি হচ্ছে। আর আছে

প্রচুর দোকান। তবে মন্দিরের ভিতরে ক্যামেরা করা নিষিদ্ধ কঠোরভাবে। মন্দিরের বাইরের ভিডিও করতে পারলেও ভিতরের ছবি করতে পারেনি। এই মন্দির থেকে বেরিয়ে ডানদিকে হাঁটলেই পড়বে বাঁকা রায়ের মন্দির। এখানেও খুব সুন্দর বিগ্রহ শোভা পাচ্ছে। অনেক অনুমতি নিয়ে কোনো রকমে একটা ভিডিও করতেছিলাম। প্রচুর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ দেখলাম এই মন্দির দর্শন করছেন।

এরপরে নিত্যানন্দ প্রভুর পবিত্র জন্মস্থানের দিকে এগিয়ে চললাম।। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থানের বিশাল সুদৃশ্য তোরণ আপনাকে স্বাগত জানাবে। এই পবিত্র গ্রামটিতে দেখলাম প্রচুর গবাদিপশুর বাস। তাই এখানে ঘি, দুধ, ক্ষীর জাতীয় দ্রব্য প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং রাস্তার ধারে বিক্রিও হচ্ছে।। এই পবিত্র গ্রামকে বলা হয় বীরচন্দ্রপুর একচক্রাধাম। প্রথমেই রাস্তার বাঁদিকে ইসকনের বিশাল চন্দ্রদ্বয় মন্দির আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ইসকনের আদলে এখানে গড়ে উঠেছে মন্দির। প্রচুর দোকান আছে এবং প্রসাদের জন্য কুপনও পাওয়া যায়।

এরপরে আমি পৌঁছে গেলাম নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থানে যেটাকে বলা হয় নিতাই বাড়ি। দূর থেকে সুদৃশ্য মন্দিরটি দেখলাম তবে ভিতরে মোবাইল এবং ক্যামেরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দির এবং নিতাই বাড়িতে ভক্তজনদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তার জন্য অবশ্য একটা নুন্যতম অর্থ দিতে হবে। এরপরে আমরা চলে গেলাম শ্রী চৈতন্য সারস্বত যেটাকে গৌড়ীয় মঠ বলা হয়। বিশাল মন্দির চত্বরে প্রসাদ হোম যজ্ঞ ও থাকবার সুবন্দোবস্ত আছে।

এই সারস্বত গৌড়ীয় মঠের আগে ডান দিক দিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম মহাভারতে বর্ণিত নিধুবন বৈষ্ণব পিঠে। এইখানে অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপান্ডব ছিলেন। এটাও খুব জাগ্রত একটি তীর্থস্থান তবে এখানেও ভিতরে মোবাইল বা ক্যামেরা চালানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

শেষে টোটো চালক আমাকে নিয়ে চলল, হাঁটুগড়া আশ্রমে। যেখানে পবিত্র একটি জানুকুন্ড আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর মা একবার অসুস্থ অবস্থায় গঙ্গাস্নান করবার মনোবাসনা করেছিলেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু অসুস্থ মাকে সেই বাসনা পূরণ করার জন্য সপ্তনদী ও সপ্ত সাগরকে ওইখানে আহবান করেন। সেই থেকেই তৈরি হয় জানুকুন্ড, যে কোন্ডে একটি মন্দির সম্পূর্ণ জলের তলায় নিমজ্জিত থাকে শুধু চূড়াটি উপরে জেগে আছে। প্রতিদিন সকালে সেখানে ব্রাহ্মণ চূড়াতে পূজা করে আসেন। এটাও একটি বিখ্যাত এবং ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্র। এই জানুকুণ্ডর জল অতি পবিত্র। তাই যারা এখানে আসেন এই জল স্পর্শ করে ধন্য হন। সব মিলিয়ে দুঘণ্টার মধ্যে সাতটা ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র দেখে মন ভরে গেল। যারা তারাপীঠে এরপর আসবেন অনুগ্রহ করে এই সাতটা ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র দেখুন আশা করি আপনাদের ও ভালো লাগবে।

ঝটিকা সফরে এবারে চলুন কালনা

দেবাশিস রায়

ঝটিকা সফরে যাঁরা পকেট ফ্রেন্ডলি ট্যুরের ভাবনায় ডুব দিতে চান তাদের এবারে ডেস্টিনেশন হতে পারে 'মন্দির নগরী' কালনা। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী প্রাচীন নগর অম্বিকা কালনার আদুরে নামই হল কালনা। জেলার অন্যতম মহকুমা শহর কালনার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মন্দির সহ বিবিধ স্থাপত্য নিদর্শন। যেসবের আকর্ষণে পর্যটকরা কার্যত সারাটা বছরই ভিড় জমান এই নগরীতে। তিলোত্তমা নগরী কলকাতা সহ আশপাশের বাসিন্দারা কর্মব্যস্ততার ফাঁকে উইকএন্ড ট্যুরে সারাদিন হইহই করে কাটিয়ে রাতের মধ্যেই বাড়ি ফিরতে চান তাঁদের কাছে কালনা শহরের পর্যটন ক্ষেত্রগুলি একেবারে পারফেক্ট। হাওড়া স্টেশন থেকে ৮০ কিলোমিটার এবং শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ৮৮ কিলোমিটার দূরে অত্যন্ত জমজমাট কালনা স্টেশন। সারাদিনে অসংখ্য লোকাল এবং মেল ট্রেন এখানে থামে। এই শহর থেকে কলকাতাগামী বেশ কিছু বাসও রয়েছে। অতএব যাতায়াত ব্যবস্থায় যানবাহনের সমস্যা নেই বললেই চলে। শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে দেখার জন্য টোটো, অটো সহ নানাবিধ গাড়ির ব্যবস্থা রয়েছে। ঘোরাফেরার ফাঁকে বিশ্রাম এবং আহারের জন্য নানান বাজেটের হোটেল এবং রেস্টুরেন্টের সংখ্যাটা যথেষ্টই। পূর্ব বর্ধমান, হুগলি এবং নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী অম্বিকা কালনা একটি প্রাচীন জনপদ। একসময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল এই নগরী। এখানে রয়েছে নিত্যানন্দ প্রভুর মন্দির, রাজবাড়ি, অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন ১০৮ শিব মন্দির, শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির, শহরের রানিমা মহিষমর্দিনীদেবীর মন্দির, সাধক কমলাকান্তের মন্দির,

সাধক ভবাপাগলা প্রতিষ্ঠিত মন্দির এবং তাঁর সমাধিক্ষেত্র, ইতিহাস প্রসিদ্ধ দাঁতনকাটি মসজিদ সহ আরও অসংখ্য নিদর্শন। আগস্টে কালনার বিখ্যাত মহিষমর্দিনীদেবীর ৪দিন ব্যাপী পুজোকে কেন্দ্র করে শহরবাসী মেতে ওঠে। সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে বর্ণাঢ্য উৎসব কালনা শহরের অন্যতম সেরা পার্বন। এই শহরের বারুইপাড়ার বাসিন্দা তথা জাতীয় পুরস্কারে ভূষিতা এশিয়া সেরা সাঁতারু সায়নী দাসের চমকপ্রদ সাফল্যের হাত ধরে কালনার নাম আরও একাধিকবার বিশ্বের দরবারে উচ্চারিত হয়েছে। পর্যটনক্ষেত্র, খেলাধুলা, সংস্কৃতিচর্চা প্রভৃতি বিষয়ে কালনা শহরকে নিয়ে এলাকাবাসী রীতিমতো গর্বিত। গত লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী শিক্ষক নীরব খাঁ, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য সুশান্ত গাইন প্রমুখ কালনা শহরের বাসিন্দা। তাঁদের কথায়, পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে কালনার গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। সারাবছর কমবেশি পর্যটকের আনাগোনা থাকে। তবে, দুর্গাপুজোর পর থেকে শুরু করে শীতের আমেজ থাকা পর্যন্ত সময়টায় পর্যটকদের কার্যত ঢল নামে। এখন বিদেশী পর্যটকদের মধ্যেও এই শহর নিয়ে যথেষ্টই উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তাহলে এবার একদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লেই তো' হল! আরামদায়ক ট্রেন সফরে ঘন্টাখানেকের ব্যবধানে কালনায় পৌঁছে যান। তারপর দিনভর হইহই করে কাটিয়ে রাতের মধ্যে বাড়ি ফিরে নরম বিছানায় ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে সুখস্মৃতির অতলে ডুবে যান।

পুস্তক সমালোচনা

জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার উৎসারণ

বিধান সাহা

১০৪টি কবিতা নিয়ে কবি দীপক মণ্ডলের কাব্যগ্রন্থ 'ঝাউপাতা জীবন'। ডঃ কৃষ্ণা বসু প্রাককথন অংশে বলেছেন, জীবনের বহু বিচিত্র ছবি ধরা পড়ে কবি দীপক মণ্ডলের

কলমে। জীবনের বহু রকমের প্রশ্ন চিহ্নের সামনে কবি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন।

শতাধিক কবিতা নিয়ে কাব্যগ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। বিষয়–বৈচিত্র্যে প্রতিটি কবিতাই হয়ে উঠেছে ভিন্নধর্মী এবং আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হয়েছে। জীবনকে গভীর ভাবে দেখার উপলব্ধি ফুটে উঠেছে কবিতাগুলোর অবয়বে।

ঝরনার দুঃখময়তা, সঙ্গী, বিষবাষ্প, বন্ধ্যা মেঘ, মসৃণ জীবন, দশভুজা, কলম, পরিণতি, দাবদাহ, পাষাণ প্রেম, নির্ঘণ্ট –কবিতাগুলো মনের মধ্যে অনুরণন তোলে।

শব্দ চয়নে অতীব যত্নবান দীপক মণ্ডল। কবিতার শরীর নির্মাণে চিন্তাশীল। মনের গভীরতার অতল থেকে বোধ উৎসারিত হয় কবিতার চেতনায়। তাই তো কবিতাগুলো পাঠকের হৃদয়ে বোধের সঞ্চার করে।

প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বাঁধাই প্রশংসনীয়।

ঝাউপাতা জীবন– দীপক মণ্ডল, প্রকাশক– লিপি প্রকাশন, নিউ মিলেনিয়াম গ্রাফিক্স, বাড়বড়িশা, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর –৭২১১৩৪, মূল্য –২০০ টাকা

পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ অক্টোবর আমতার ভান্ডারগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে, আমতা থানা, চন্দ্রপুর আউট পোস্টের ওসি, আমতা থানা সমন্বয় সমিতি, বিভিন্ন পুজো কমিটি, বিভিন্ন এনজিও, পরিবেশকর্মী ও এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় ভান্ডারগাছা আশুততলা থেকে ১০ নং পোল পর্যন্ত একটি সচেতনতামূলক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। ডিজে, শব্দ বাজির বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই পদযাত্রা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উক্ত পঞ্চায়েতের প্রধান নীপা বসু, স্থানীয় ওসি স্বর্নাভ রায়, পরিবেশকর্মী সায়ন দে , প্রদীপ রঞ্জন রীত ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রক্তদানে, শ্রদ্ধাঞ্জলীতে সম্পন্ন হল প্রাচীন শ্যামা পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ হল হিন্দ সংঘর পরিচালনায় ৮১ বছরের শ্রীশ্রীশ্যামা মায়ের আরাধনা। 'বাংলার মুখোশ' দিয়ে মণ্ডপসজ্জা হয়েছিল এছাড়াও জন্মশতবর্ষে দিকপাল বাঙালিদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছিল তাদের সম্বন্ধে লেখা এবং ছবির প্রদর্শনীর মাধ্যমে। ছিলেন সলিল চৌধুরী, প্রদীপ কুমার, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, নচিকেতা ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, তৃপ্তি মিত্র, বাদল সরকার ও ঋত্বিক ঘটক। শ্যামা পূজার উদঘাটন হয় ১৯ অক্টোবর সকালে রক্তদানের মাধ্যমে 'মায়ের সামনে জীবনের জন্য রক্তদান' শীর্ষক এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন বিনা উপহারে রক্তদান করেন। এমনই এক মহতি অনুষ্ঠানে সকলে অংশগ্রহণ করতে পেরে আপ্লুত। এই রক্তদান অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিল হিন্দ সংঘ এবং শারদীয়া চারিটেবেল ট্রাস্ট। রক্ত গ্রহণ করে সাহায্য করেছে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও এদিন দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হয়। মা কালীর হাতে খাড়া পরিয়ে উৎসবের সূচনা করেন শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য সুমা দত্ত। ২১ অক্টোবর শিশুদের ফল ও আতশবাজি বিতরণ করা হয়। পূজা প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী দেখবার জন্য মানুষের সমাগম লক্ষ্য করা গিয়েছিল। চেতলার প্রাচীন এই সাবেকি পুজোর ২২ তারিখ সকালে প্রতিমা নিরঞ্জনের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে।

প্রণবাঞ্জলি অ্যাপ এবং যুগের প্রণববাণীর প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সংস্থাপক যুগাবতার শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের নররূপে আবির্ভাব ও দিব্যজীবন চর্চাকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দির এক অভিনব সাত্ত্বিক ভাবনায় সাংস্কৃতিক মঞ্চ 'প্রণবাঞ্জলি অ্যাপ' এবং ইউটিউব চ্যানেল 'যুগের প্রণববাণী' স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছে। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজকে নিয়ে ইতিপূর্বে বহু বিদগ্ধ সন্ন্যাসী ও পন্ডিত গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন এবং গীতের মাধ্যমে মননে, চিন্তনে কর্মধারায় অনুকূল পরিবর্তন এনেছেন। আজ ভিন্ন সাধের কিছু গান আগামী দিনে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের পৃথিবীতে আবির্ভাব ও জনমানসে তাঁর সুচিন্তন ভাবনার প্রতিফলন ঘটাবে বলে আমাদের মনে হয়েছে। সম্পূর্ণ নব আঙ্গিকে শ্রীশ্রীগুরুকৃপা প্রাপ্ত হয়ে অনুভব হাজরার ও আচার্য্য সঞ্জয় চক্রবর্তীর সঙ্গীত রচনা এবং আচার্য্য সঞ্জয় চক্রবর্তীর সুর সংযোজনায় ২০টি বাংলা ও তার ২০টি হিন্দি গান প্রতিভাবান শিল্পীদের কণ্ঠে পরিবেশিত সঙ্গীত সংকলনের প্রথম ১০টি বাংলা গান ও ১টি হিন্দি গান ২৬ অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ এই সঙ্গীত সংকলনের শুভ উদ্বোধন করেন এবং মহতি কর্ম উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে সমাদৃত তার মহান কর্ম কাণ্ডের মাধ্যমে। আজ এই সঙ্গীত সংকলন সঙ্ঘের ভক্তকুল ও জনমানসে আধ্যাত্মিকতায় ও কর্মক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলবে। তিনি আরও বলেন এই মহতি উদ্যোগের দৃঢ় অঙ্গীকার, প্রয়াস ও সঙ্গীত সংকলনে সমস্ত শিল্পীর সাফল্য শ্রীশ্রী গুরুমহারাজের কৃপায় আগামী দিন বিস্তার লাভ করবে। সঙ্গীত সংকলনের সবথেকে আকর্ষনীয় সঙ্ঘবাণী, সাধন সিদ্ধবাণী এবং হিন্দু মিলন মন্দির পাঁচালি নিয়ে গানগুলি। এই সঙ্গীত সংকলনে মন প্রাণ দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন আচার্য্য সঞ্জয় চক্রবর্তী, রেশমী চক্রবর্তী, প্রাঞ্জল বিশ্বাস, বিশাখ জ্যোতি, সৌরিক, অয়েন্তিকা ও অন্যান্য শিল্পীরা। পরবর্তী সংকলনে কিঞ্জল চ্যাটার্জী, সৃজন চ্যাটার্জী, অঙ্কন, অঙ্কিতারা কণ্ঠ মেলাবেন। আয়োজক মণ্ডলীর লক্ষ্য আগামীদিনে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের দিব্যভাবের প্রচার ও প্রসারের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া।

উত্তম স্মরণে 'কথা কই ফাউন্ডেশন'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার সেন বাড়িতে (পি ৭৮ লেক রোড) 'কথা কই ফাউন্ডেশন'–এর অধিবেশনে শতবর্ষের প্রাক্কালে উত্তমকুমারকে স্মরণ করা হল। আলোচনার বিষয় ছিল 'বহুরূপে উত্তমকুমার'। বক্তব্য রাখলেন স্বনামধন্য চলচ্চিত্রাভিনেতা, অধ্যাপক, গায়ক, চলচ্চিত্র গবেষক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি তাঁর বাল্যকালে উত্তমকুমারের সঙ্গে দুটি ছবিতে কাজ করেছিলেন। গোড়াতে দর্শকদের সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দিলেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়িকা অর্পিতা ভট্টাচার্য্য। তিনিই পরিবেশন করলেন উদ্বোধন সংগীত। নানান উপহার সামগ্রী দিয়ে শিল্পীকে প্রথমে বরণ করে নেওয়া হল। ড. ঘোষ দেড় ঘণ্টা জুড়ে উত্তমকুমার সম্পর্কে নানান অজানা তথ্য পরিবেশন করলেন। সাবলীল সেই বক্তৃতা। বক্তব্যের সূত্র ধরে শোনালেন উত্তম অভিনীত বিভিন্ন ছবির জনপ্রিয় সব গান। দর্শকদের উচ্ছ্বাস ছিল লক্ষ্য করার মতো। সেনবাড়ির কৃষ্ণা সেন আগাগোড়া উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করলেন। 'উত্তম' নামাঙ্কিত বইটি লেখক তুলে দিলেন কৃষ্ণা সেনের হাতে।

চম্পাহাটি নওজোয়ান ফুটবল ক্লাবের ২৭তম বর্ষের শ্যামা প্রতিমা।

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে শ্যামাপূজা ও উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : ২০ অক্টোবর সারারাতব্যাপী ষোড়শোপচারে শ্যামাপূজা উৎসব সম্পাদক অরূপ বৈদ্য, রন্দুন রায় ও ভাস্কর রায় চৌধুরীর সুষ্ঠ পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দেবারতি সেন, ঝুনু ব্যানার্জী, সুমিতা রীত, মিতা নাগ, সুস্মিতা চ্যাটার্জি, শম্পা রায়, শ্যামলী ভট্টাচার্য্য, অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, অরিন্দম মুখার্জী, শঙ্কর ঘোষ, সঞ্চয়িতা মুখার্জী, সুদীপ পাল প্রমুখ। বক্তা ছিলেন ড. তপন চক্রবর্তী, রাজেশ বসু, অচিন্ত্য মুখার্জী, আরাধনা পাল, হৈমন্তী চ্যাটার্জী, ক্ষিতি দত্ত, শশধর দাস, সায়ন দাস, পঙ্কজ ব্যানার্জী, স্বামী সেবাব্রতানন্দ, প্রবাজিকা আপ্তকাম প্রাণা মাতাজী, মানস ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। সঞ্চালক ছিলেন সুভাষ মিত্র, এছাড়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের পূজা, হোম ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন পালন ও অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

'জেনেসিস বার্তা' পত্রিকার পূজা সংখ্যা প্রকাশ

শ্রেয়সী ঘোষ: ১৮ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় বয়েজ ওন লাইব্রেরি প্রেক্ষাগৃহে জেনেসিস বার্তা পত্রিকার দশম বর্ষ পূজা সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটলো। উদ্বোধন করলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ, সমাজসেবী তুলিকা মজুমদার এবং আইনজীবী পার্থ সরকার। অতিথিদের বিভিন্ন উপহারে বরণ করে নিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক অনিন্দ্য ঘোষ। অতিথিরা সুন্দর বক্তব্য রাখলেন। এই পূজা সংখ্যাটি প্রায় ৭০ জনের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে আছে। এই বছর থেকে পত্রিকাটি শুরু করল নক্ষত্র পুরস্কার প্রদান। প্রাপক ছিলেন লেখিকা ইন্দ্রানী চ্যাটার্জি, চিত্রকর রুপালি গোস্বামী, নৃত্যশিল্পী সুমনা সিংহ মোদক, শিক্ষাবিদ শশাঙ্ক চক্রবর্তী, ড. সমীরণ চ্যাটার্জী, প্রশান্ত দাস। সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে লিপিকা দাস।

শ্যামা পুজোয় জয়নগরে খাদ্য মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরের ধোষা চন্দনেশ্বর বিবেকানন্দ স্মৃতি সংঘের শ্যামা পুজো এই বছর ৩৪ তম বর্ষে পদার্পণ করলো। এই উপলক্ষ্যে পুজোর কর্মকর্তারা ভোজন রসিক বাঙালির জন্য আয়োজন করলেন খাদ্য মেলার। ২২ অক্টোবর রাতে খাদ্য মেলার সূচনা করেন জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মণ্ডল। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসমাইল মোল্লা, পুজো কমিটির সভাপতি অজিত গায়েন, সহ সভাপতি স্বপন নাইয়া, সম্পাদক রাজু সরদার সহ একাধিক বিশিষ্টরা।

খাদ্যমেলায় খাদ্যের তালিকায় ছিল ঘুগনি, ফুচকা, চাউমিন, পকোড়া, চপ, জিলাপি, পাঁপড় ভাজা সহ অন্যান্য স্বাদযুক্ত খাবার। খাদ্য মেলা উপলক্ষ্যে কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। খাদ্যমেলায় ঘুরে পেট পুরে খেয়ে আনন্দ উপভোগ করলেন।

পুজোর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, 'ধোষা চন্দনেশ্বর বিবেকানন্দ স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে প্রতি বছরই শ্যামা পুজো হয়। প্রত্যেক বছর নতনু নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এবছর খাদ্য মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যাপক সাড়া মিলেছে। আগামী দিনে পুজোর সময় অন্যান্য অনুষ্ঠানের পাশাপাশি খাদ্যমেলারও আয়োজন থাকবে।'

বিবেকানন্দ সেবা সংঘের মহতী উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ অক্টোবর হাওড়ার বাগনানের পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সংঘের পরিচালনায় উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল এর সহযোগিতায় রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হল পানিত্রাস চিলড্রেন্স ইনস্টিটিউটে। ৩৯ জন রক্তদাতা তাদের মূল্যবান রক্ত দান করলেন। সকল রক্তদানকারী ব্যক্তির হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয় কোলাঘাট গ্রীণ ট্রাভেলার্সের পক্ষ থেকে। বিবেকানন্দ সেবা সংঘ সারা বছরব্যাপী ফুটবল কোচিং ক্যাম্প, যোগ অনুশীলন কেন্দ্র পরিচালনা সহ চারা গাছ বিতরণ, পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি, বস্ত্র বিতরণ, চক্ষু ছানি অপারেশন শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ইত্যাদি জনকল্যাণকর কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখে।

দীপাবলি উপলক্ষে চেতলায় সেন্ট্রাল সম্মিলনীর শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেন্ট্রাল সম্মেলনী শুভ দীপাবলী উৎসবে এক অভিনব ভূমিকা পালন করে। এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষদের হাত দিয়েই ১০০ জন দুঃস্থ অসহায় মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা এনওয়াইকেএস, কেন্দ্রীয় যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ভারত সরকার, ডাঃ জীবনকৃষ্ণ দে, ডাঃ কনিষ্ক সরকার, ডাঃ রুচিরা সরকার, ডাঃ সুব্রত রায়, শ্রী প্রীতি প্রকাশ বিশ্বাস, ওসি চেতলা।

খোলা রাস্তায় চলাফেরা করার হাজার বারোশো মানুষের সমাগমেই, ম্যানেজার এসবিআই, চেতলা এবং ২০২৫ পূজা কমিটির প্রেসিডেন্ট, সেন্ট্রাল সম্মেলনী কালী পূজা কমিটি। অনুষ্ঠানের অন্যতম অতিথি ড. রজত শুভ্র নস্কর বলেন, 'চেতলার সেন্ট্রাল সম্মিলনী বিগত ৮৭ বছর ধরে বিভিন্ন পুজো আরাধনার পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি করে আসছে।

হয়। যে সমস্ত বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত এবং অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর, ফর্মার ডেপুটি ডাইরেক্টর সমস্ত অনুষ্ঠানটি, এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সুসম্পন্ন হয়। উক্ত সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ব্যবস্থাপনায় মূল দায়িত্বে তত্ত্বাবধানে ছিলেন, উজ্জল মুখার্জি পেশায় উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ এই উৎসবের সময় শুধু আনন্দ উপভোগ করাই নয় তার পাশাপাশি দুস্থ মানুষদের জন্য শীতবস্ত্র প্রদানের কর্মসূচি একটি মানবিক উদ্যোগ। আশা করবো সেন্ট্রাল সম্মিলনীর এই মানবিক উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হোক।'

সম্পন্ন হল বৃত্তি পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাথমিক শিক্ষা উন্নায়ন পর্যদ (পশ্চিমবঙ্গ) আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী ৯ থেকে ১৪ অক্টোবর, ২০১৫ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা, ৫ দিন ব্যাপী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে বাংলা, ইংরাজী, গণিত, সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা দেয়। বোর্ডের কলকাতা জেলার সম্পাদক চণ্ডী দত্ত জানান, এই বছর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ২২৫০টি সেন্টারে মোট ১ লক্ষ ৬৮ হাজার শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছে। তিনি আরো জানান, বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সমর্থন ও স্বেচ্ছাসেবকদের অবদানও ছিল প্রশংসনীয়, ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ফল প্রকাশের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী।

বাওয়ালী অঞ্চলে ভেড়ি ভেটকাখালী বিদ্যালয়দ্বয়ে ৩০০ জন, বিদ্যানগর মালটিপারপাস স্কুলে ২২০ জন, আমতলা উদয়রামপুর পল্লীশ্রী শিক্ষায়তনে ৩৯২ জন পরীক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছে। এই এলাকায় পরিদর্শক পর্যবেক্ষক টিমে ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রদীপ দত্ত, কলকাতা জেলা সম্পাদক চন্ডী দত্ত, বিদ্যানগর কলেজের অধ্যাপক অর্ঘ্য চ্যাটার্জী, শিক্ষিকা রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী, শিক্ষক দেবপ্রসাদ জানা এবং শিক্ষক অরূপ মান্না।

অমিয়–প্রভা শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ

শুপ্রা টেরেসা : ১৩ অক্টোবর হাবড়া বাণীপুরের একটি অনুষ্ঠান গৃহে সাহিত্যিক বাসুদেব সেনের 'অমিয়–প্রভা' শারদীয়া ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়, উদ্বোধন করেন সভাপতি সুরঞ্জন প্রামাণিক, অতিথি বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ দাস, অমিতাভ দাস, স্বপন সিনহা প্রমুখ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী গৌরব দাস। বক্তব্যে অমিতাভ দাস হাবড়া বাণীপুর এলাকার লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে বলেন। বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদন জলধর সেনের 'কালা সাজার ঘটনা' এবং 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাগলপুরের বাড়িতে সান্ধ্য মজলিস আড্ডায় 'পথের পাঁচালী'র লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘটনা ব্যক্ত করেন। প্রাক্তন অধ্যাপক স্বপন সিনহা সত্তর–আশির দশকের হাবড়া অঞ্চলের সাহিত্যের কিছু তথ্য উল্লেখ করেন। এছাড়া স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অতিথি গৌরাঙ্গ দাস, রাজু সরকার, রঞ্জিত হালদার, সোফিয়ার রহমান, প্রদীপ মিস্ত্রী, রাইলি সেনগুপ্ত, অশোক কুমার রায়, উর্মিলা চক্রবর্তী প্রমুখ।

সম্পাদক বাসুদের সেন স্বাগত ভাষণে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন স্বপন চক্রবর্তী ও সত্যবাণ বিশ্বাস। সংগীতে টুলু সেন। দীপ্তি সেন নীলিমা দাস এবং আবৃত্তিতে প্রত্যাশা সাহা প্রশংসনীয়। সভাপতির বক্তব্যে সুরঞ্জন প্রামাণিক লিটল ম্যাগাজিনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে লেখকদের দায়বদ্ধতার কথাও ব্যক্ত করেন।

ধোকরা স্বনির্ভরতায় স্বপ্ন দেখছে সন্ন্যাসী গ্রাম

তপন চক্রবর্তী, উত্তর দিনাজপুর : স্বনির্ভর হবার লড়াইয়ে পাটের সুতো দিয়ে ধোকরা বানিয়ে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ৪ নম্বর বোচাডাঙ্গার সন্ন্যাসী গ্রামের মহিলারা স্বনির্ভর হবার লড়াই করে বেঁচে আছেন। এই গ্রামের অধিকাংশ বাড়ির মহিলারা পাটের সুতো থেকে ধোকরা বানিয়ে সপ্তাহে ৩–৪ টি ধোকরা বানিয়ে নিকটবর্তী চান্দোল হাট, ধনকোল হাট, ফতেপুর হাট সহ বিভিন্ন হাটে বিক্রি করে

থাকেন। পাটের সুতো এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে আনুমানিক ১৫০০ টাকা আয় হয়। সন্ন্যাসী গ্রামের গৃহবধূরা এক সাক্ষাৎকারে জানান, তাদের হাতের তৈরি ধোকরা বিহারের কাটিহার থেকে বেশ কিছু পাইকারেরা এই সমস্ত গ্রামের হাটে এসে ৭০০–৮০০ টাকায় কিনে বিহারে নিয়ে গিয়ে এক একটি ধোকরা ১৫০০–১৬০০ টাকায় বিক্রি করে থাকেন। বিহারে বাংলার উত্তর দিনাজপুর জেলার ধোকরার প্রচুর চাহিদা আছে বলে জানান। সন্ন্যাসী গ্রামের গৃহবধু ললিতা রায়, স্বপ্না দেবশর্মা, গায়েত্রী দেবশর্মা বলেন, 'সরকার আমাদের যদি সামান্য কিছু করে ধোকরা শিল্পের জন্য ঋণ দিত তাহলে এই শিল্পে আরও বেশি বেশি করে মহিলারা যোগ দিতে পারতো। শুধু গৃহবধুরাকেন স্থানীয় এলাকার আমাদের বেকার ছেলে মেয়েরা এই শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে আয়ের দিশা খুঁজে পেত।'

আতশ কাচে

শীর্ষে সিন্ড্রেলা

বঙ্গকন্যা সিন্ড্রেলা দাসের মুকুটে নতুন পালক। টেবিল টেনিসে মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ ডবলস র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান অর্জন করল সিন্ড্রেলা। সঙ্গী আরেক বঙ্গকন্যা। তবে দিব্যাংশী ভৌমিক থাকে মুম্বইয়ে। দুজনের সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য সাফল্য কামনা করেছেন।

একে মান্ধানা

ভারতের স্মৃতি মান্ধানা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আইসিসি মহিলাদের একদিনের ক্রিকেটে ব্যাটিং ক্রম তালিকার শীর্ষ স্থান বজায় রেখেছেন। ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক মান্ধনার বর্তমানে রেটিং পয়েন্ট ৮২৮। মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপে তিনি এখনও পর্যন্ত ৭ ম্যাচে করেছেন ৩৬৫ রান। বোলারদের তালিকার শীর্ষে আছেন ইংল্যান্ডের সোফি এক্লেসস্টন।

জোড়া সোনা

গ্রিসের রোডসে ইউরোপিয়ান চেস ক্লাব কাপ ২০২৫-এ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ডি গুকেশ জোড়া সোনা জয় করেছেন। চোদ্দ গেমের এই প্রতিযোগিতায় গুকেশের দল সুপারচেস চোদ্দ পয়েন্ট পেয়েই বিজয়ী হয়েছে। আরেক ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসির দল অ্যালকালয়েড প্রতিযোগিতার রানার্স-আপ হয়েছে।

পাকিস্তানের 'না'

আসন্ন পুরুষদের হকি জুনিয়র বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে, তাদের দল ভারতে আসবে না বলে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে জানিয়েছে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন। সেদেশের সরকারের পরামর্শে এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে। তামিলনাড়ুর চেন্নাই এবং মাদুরাইতে নভেম্বরে এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। এর আগে, পাকিস্তান দলের অংশগ্রহণের বিষয়ে সেদেশের সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন এই ইভেন্টের ড্র প্রায় এক মাস পিছিয়ে দেয়।

বিশ্বজিতের ব্রোঞ্জ

অনূর্ধ্ব-২৩ কুস্তি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে, ভারতের বিশ্বজিৎ মোরে কাজাখস্তানের ইয়েরাসিল মায়ারবেকভকে ৫-৪ পয়েন্টে হারিয়ে ৫৫ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। এই জয়ের মাধ্যমে বিশ্বজিৎ মোরে চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে প্রথম পদক জিতেছেন।

তামান্নার সাফল্য

মাত্র ১৬ বছর বয়সেই ইংল্যান্ডের মাটিতে সাড়া ফেলে দিয়েছে তামান্না সাহা। রাজারহাট নিউটাউনের এই বঙ্গকন্যা ব্রিটেনভূমিতে টেনিসে দাপটের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। নুথাল ভেস মার্গেট লন টেনিস ক্লাব ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হল সে। এখানেই শেষ নয়। এই টুর্নামেন্টে মোট চারটি ট্রফির সাফল্যে তাক লাগিয়ে দিয়েছে তামান্না।

সংগ্রামের 'রক্ষা'

বড়সড় গাড়ি দুর্ঘটনার মুখে প্রাক্তন গোলরক্ষক সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়। কল্যাণী রোডে এই দুর্ঘটনার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের কর্তা নবাব ভট্টাচার্য্য। তবে অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা পেলেন তিনি। সৌভাগ্যক্রমে বড়সড় কোনও চোট লাগেনি সংগ্রামের।

নায়ার কি কোচ

গত আইপিএলে খারাপ পারফরম্যান্সের জেরে কেকেআরের কোচের চাকরি খুইয়েছেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন হেডস্যার কে হবেন? তা নিয়ে জোর চর্চা ক্রিকেট মহলে। সূত্রের খবর, কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন কোচ হতে চলেছেন অভিষেক নায়ার। জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহেই ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে নায়ারকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সরকারিভাবে তা ঘোষণা করা হবে।

'আমার কাজ আমি করেছি', বল হাতে 'জবাব' শামির

সুমনা মণ্ডল: ২২ গজের সবুজ গালিচায় নতুন করে যেন ফুল ফোটাচ্ছেন মহম্মদ শামি। প্রথম ম্যাচে ৭ উইকেট নেওয়ার পর, দ্বিতীয় ম্যাচে তুলে নিলেন ৮ উইকেট। রঞ্জিতে শামি মুন্সিয়ানাতেই উত্তরাখণ্ডের পর গুজরাতকেও ঘরের মাঠে হারিয়ে দিল বাংলা দল। জয় এল ১৪১ রানে। এল ৬ পয়েন্টও। টানা দুই ম্যাচ জিতে ১২ পয়েন্ট বাংলার।

বাংলা প্রথম ইনিংসে তুলেছিল ২৭৯। জবাবে গুজরাট থেকে গিয়েছিল ১৬৭ রানে। ৬ উইকেট নিয়েছিলেন শাহবাজ। ম্যাচে তিনি পেলেন ৯ উইকেট। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা ২১৪/৮ তুলে ডিক্লেয়ার করে। গুজরাটের জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩২৭। কিন্তু সামির আগুনে বোলিংয়ে গুজরাট থেমে গেল ১৮৫ রানে। শামি নিলেন ৫ উইকেট। ম্যাচে ৮ উইকেট নেওয়ার চেয়েও স্বস্তি তাঁর ছন্দে ফেরা। জাতীয়

নির্বাচক আরপি সিং ইডেনে গত চারদিন ধরে উপস্থিত। তাঁকেই যেন বুঝিয়ে দিলেন, ঘরোয়া খেলাই নয়, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ডানা মেলতেও তিনি প্রস্তুত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে বা টি-২০ দলে সুযোগ পাননি। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন শামি। তিনি যে যোগ্য হয়েও বঞ্চনার শিকার, মাঠেই যেন তাঁর জবাব দিলেন। শেষদিন গুজরাত ব্যাটিংকে একাই ধসিয়ে দিলেন শামি। তিনি ৩৮ রানে দিয়ে ৫ উইকেট তোলেন। ম্যাচে ৮ উইকেট। ম্যাচ শেষে শামি বললেন, 'আমার হাতে যা ছিল করেছি। আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। এবার দেখা যাক কী হয়। ভাগ্য আমাকে কতদূর নিয়ে যায়। নিজের রাজ্যের হয়ে খেলা আমার কাছে সবসময় গর্বের। আলাদা একটা উদ্যম জোগায়'। তাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও। তিনি শামির বোলিং নিয়ে বলেন, 'যার কেরিয়ারে ৫০০-রও বেশি উইকেট আছে তাঁকে আর কী প্রমাণ করতে হবে। এতদিন ধরে তো প্রমাণ করে এসেছে। তবে সামি দেখাল ও কেন বাকিদের থেকে আলাদা'। তবে ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন শাহবাজ আহমেদও। ম্যাচের সেরাও তিনি। বল হাতে দুই ইনিংসে সফল শাহবাজ। প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নেওয়ার পরে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর শিকার ৩।

সাইকেলের প্যাডেলেই ফিটনেস তিলোত্তমায় প্রথমবার সাইক্লোথন

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাস্থ্য, সবুজ পরিবেশ ও সামাজিক সংহতির এক মহোৎসবের সাক্ষী হতে চলেছে শহর কলকাতা। ৯ নভেম্বর কোল ইন্ডিয়া নিবেদিত 'কলকাতা সাইক্লোথন ২০২৫' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া প্রাঙ্গণ থেকে। লোহা ফাউন্ডেশন, সাই এবং ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের যৌথ উদ্যোগে এই প্রথমবার শহরের বুকে আয়োজিত হচ্ছে 'কলকাতা সাইক্লোথন'। সাই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর লক্ষ্মণ ডঙারি, কলকাতা সাইক্লোথনের ডিরেক্টর কৃষ্ণ প্রকাশ এবং লোহা ফাউন্ডেশনের ইভেন্ট ডিরেক্টর মেহের তিওয়ারি। কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম বছরের সাইক্লোথনে থাকবে মোট ৪টি বিভাগ। ৭০ কিমি প্রো রাইড, ৫০ কিমি এন্ডুরেন্স রাইড, ২৫ কিমি অ্যামেচার রাইড, এবং ১০ কিমি ফান রাইড। এছাড়াও, যারা সাইকেল চালাতে চান না তাদের জন্য থাকছে ৫ কিমি ফান রান। প্রতিটি বিভাগেই রয়েছে আকর্ষণীয় আর্থিক পুরস্কার, ৭০ কিমি বিভাগে বিজয়ীরা পাবেন ৩০,০০০ টাকা, ৫০ কিমিতে ২০,০০০ টাকা এবং ২৫ কিমিতে ১৫,০০০ টাকার পুরস্কার। আয়োজকরা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে ১০ কিমি রাইডারদের জন্যও পুরস্কার রাখা হবে। মোট পুরস্কারের পরিমাণ ধরা হয়েছে প্রায় ৫.৫ লক্ষ টাকা। সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতা সাইক্লোথনের ডিরেক্টর কৃষ্ণ প্রকাশ বলেন, 'সবার জীবনেই কোনো না কোনো সময়ে সাইকেল এসেছে। পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি ফিটনেস বাড়াতে সাইকেল এক অসাধারণ হাতিয়ার। কলকাতা সাইক্লোথন আমাদের সুযোগ দিচ্ছে সেই চাকা আবার ঘুরিয়ে দেওয়ার।' তিনি আরও বলেন, 'আমি সবাইকে অনুরোধ করব, যারা নাম নথিভুক্ত করেছেন তারা এখনই প্রস্তুতি শুরু করুন। হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই। আমি নিজে যখন দিল্লিতে ছিলাম ওখানে ফিজিক্যাল একটিভিটি বন্ধ থাকলে বলা হত, সাইকেল চালাও।'

স্থিতিশীল শ্রেয়স, মনে করালেন 'কুলি' সিনেমার কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অস্ট্রেলিয়ায় তৃতীয় ওয়ান ডে'তে পাঁজরে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। সেখান থেকেই বাড়াবাড়ি। অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ক্যারের ক্যাচ ধরতে গিয়ে পাঁজরে গুরুতর চোট পান শ্রেয়স আইয়ার। ড্রেসিংরুমে ফিরে আসার পর, তিনি প্রচণ্ড ব্যথা এবং অস্বস্তি অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করা হয় সেখানকার একটি হাসপাতালে। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষণের জন্য ভারতীয় ওয়ানডে দলের সহ-অধিনায়ককে

আইসিইউতে রাখা হয়েছে। এক জনপ্রিয় ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইটের খবর, গত কয়েকদিন ধরে শ্রেয়স আইসিইউতে আছেন। বিভিন্ন টেস্টের রিপোর্টে তাঁর অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ ধরা পড়ে। যার জেরে সঙ্গে সঙ্গে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। পরে বিসিসিআই এই তারকা ব্যাটারের শারীরিক অবস্থা নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বোর্ড জানিয়েছে যে স্ক্যানে তার প্লীহাতে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে, তবে তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। সিডনি এবং ভারতের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিসিসিআই মেডিকেল টিম তার চোটের অবস্থার উপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, পাঁজরের হাড় ভাঙার পর আইয়ারের সুস্থ হতে সময় লাগবে। শ্রেয়স অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে ভুগছেন, যার জন্য সুস্থ হতে আরও দীর্ঘ সময় লাগবে। জানা গেছে, অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরার পর তিনি পাঁজরের উপর পড়েন। এর প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে পাঁজর ভেদ করে তাঁর প্লীহায় চোট লাগে।

এই প্লীহার চোট, মনে করাচ্ছে বিগ-বি অমিতাভ বচ্চনের কথাই। বলিউডের জনপ্রিয় ছবি 'কুলি'র শুটিং চলাকালীন গুরুতর আহত হন অমিতাভ বচ্চন। প্লীহাতেই চোট পান তিনি। তাতে জীবনই সঙ্কটাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। পরে অমিতাভ নিজেই জানিয়েছেন, 'তখন তিনি 'প্রায় কোমায়' চলে গিয়েছিলেন এবং 'ক্লিনিক্যালি ডেড' ছিলেন কয়েক মিনিটের জন্য'। 'কুলি' ছবির শুটিংয়ের সময় এক দৃশ্যে অভিনেতা পুনীত ইসারের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়, বচ্চন টেবিলের উপর পড়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু টেবিলের ধারে আঘাত পেয়ে গুরুতর পেটে আঘাত পান। তলপেটে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তাঁর। তাঁকে তাৎক্ষণিক ভাবে বেঙ্গালুরু থেকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর দুই থেকে তিনটি বড় অস্ত্রোপচার করা হয় এবং কয়েক মাস ধরে হাসপাতালেই ছিলেন তিনি। পরে সুস্থ হয়ে নিজেই বলেছিলেন, নবজন্ম পেয়েছিলেন।

ঠিক একইভাবে প্লীহাতেই আঘাত পেয়েছেন ভারতীয় তারকা শ্রেয়স আইয়ার। জানা গেছে, তাঁরও পাঁজরে নাকি মারাত্মক চোট লেগেছে। শরীরের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেকারণে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। আপাতত এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করাই চিকিৎসকদের কাছে কড়া চ্যালেঞ্জ।

ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রয়াত হয়েছেন ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ। তিনি পুলিশ প্রশাসনে কাজ করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করছিলেন ব্যাপক ভাবে। গত কয়েক সপ্তাহ আগেই ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি। গত সপ্তাহে তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযগিতার আয়োজন করলো ক্যানিংয়ের সাতমুখী 'টাইগার স্পোর্টিং ক্লাব'। ১২ তম বর্ষের এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সব মিলিয়ে ২২০ জন পুরুষ-মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। মোট ৬ কিলোমিটারের হয় এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। ক্যানিংয়ের নলিয়াখালি থেকে এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার সূচনা এবং ৬ কিলোমিটার অতিক্রম করে শেষ হয় ক্যানিং সাতমুখী বাজার এলাকায়। প্রতিযোগিতা দিন দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

হচ্ছে টিকিট বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৪-১৮ নভেম্বর ইডেনে হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট। লাল বলে গিল-বাভুমাদের লড়াই ঘিরে বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে দারুণ আগ্রহ। অনলাইনে টিকিট বিক্রিতে মিলেছে ভালো সাড়া। মোট দর্শকাসনের প্রায় ২৫ শতাংশ টিকিট ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি জানিয়েছেন।

রেহাই নেই বিশ্বকাপ খেলতে এসেও!

শ্লীলতাহানির ঘটনা ২ অজি ক্রিকেটারের সঙ্গে, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোথায় যাচ্ছে মানসিকতা? দেশের হয়ে লড়াই নয়, দেশকে লজ্জায় ডুবতে হল কু-কীর্তিতে। ভারতে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে এসে শ্লীলতাহানির শিকার হলেন অস্ট্রেলিয়ার দুই ক্রিকেটার। মধ্য প্রদেশের ইন্দোরের ঘটনা। ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে নামার আগে খাজরানা রোড অঞ্চলে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা। এক বাইক আরোহী ওই ক্রিকেটারদের অনেকক্ষণ অনুসরণ করেন এবং পরে শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অজি ক্রিকেটাররা ক্যাফের দিকে যাওয়ার সময় ওই বাইক আরোহী তাদের কাছে এসে অশ্লীলভাবে শরীর স্পর্শ করে পালিয়ে যায়। পুলিশের মতে গত ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। সংশ্লিষ্ট দুই ক্রিকেটার টিম ম্যানেজমেন্টকে এই ঘটনার কথা জানাতেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছান অস্ট্রেলিয়া দলের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা ড্যানি সিমন্স। এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। এই ঘটনায় আকিল খান নামে ওই বাইক আরোহীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ইন্দোরের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ রাজেশ দণ্ডতিয়ান জানিয়েছেন, অভিযুক্ত আকিলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায়

সংহিতার ৭৪ ও ৭৮ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ক্রিকেটারদের নাম প্রকাশ্যে আনা হয়নি।

গোটা ঘটনা ভারতের মাথা হেঁট হওয়ার মতোই। তদন্তে নেমে প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে পুলিশ। তাদের মধ্যে একজনের সাহায্যে অভিযুক্তের বাইকের নম্বর আকিল খান নামের ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্ত আকিল আজাদনগরের বাসিন্দা। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়াও এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। নিন্দে করা হয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকেও। বোর্ড সচিব বলেছেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এই ধরনের ঘটনায় সম্মানহানি হয়। রাজ্য পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করায় তাদের প্রশংসা করছি। অভিযুক্ত আইন অনুযায়ী শাস্তি পাক।' ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। এমপিসিএর পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার ২ জন মহিলা ক্রিকেটারের সঙ্গে শ্লীলতাহানির ঘটনায় মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন দুঃখিত। আমরা চাই না কোনও মহিলা এমন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাক। যাদের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে, তাদের জন্য ব্যথিত। এমন ঘটনা আমাদের এমপিসিএর সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনা ভুলে আবার ক্রিকেটাররা ক্রিকেটে ফিরে গিয়েছে দেখে ভাল লাগছে। এই ঘটনার জন্য আয়োজক হিসেবে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

পুরুলিয়ায় ইস্ট বেঙ্গলের স্কুল অব এক্সেলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম বরণডাঙা। প্রত্যন্ত এই গ্রামটির বেশিরভাগ বাচ্চাই ফুটবল পাগল। স্বপ্ন একদিন বল পায়ে ময়দান কাঁপানো। কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে সেই স্বপ্ন মাঠেই মারা যায়। সেই বাধাকে ভাঙতে বিশেষ উদ্যোগ নিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। রামকৃষ্ণ মিশনের অনুপ্রেরণায় নানৃতামের সঙ্গে হাতমিলিয়ে বরণডাঙার ফিলিক্স স্কুল অব এডুকেশনে ইস্টবেঙ্গলের 'স্কুল অব এক্সেলেন্সে'র সূচনা হল। স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের

সম্পাদক স্বামী সুভীরানন্দজি মহারাজ। এছাড়া ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার বিকাশ পাঁজি, ফাল্গুনী দত্ত ও ইস্ট বেঙ্গলের সাধারণ সচিব রূপক সাহা।

পুরুলিয়ার ছেলে বিজয় মুর্মু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবেই খেলেন। পরবর্তীকালে এই জেলা থেকে আরও প্রতিভা তুলতে উদ্যোগী লাল হলুদ ক্লাব। প্রথমিকভাবে ফিলিক্স স্কুল অব এডুকেশনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'স্কুল অব এক্সেলেন্সে'র সূচনা হলেও, পরবর্তীকালে গোটা পুরুলিয়ায় এ ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

বাবা সবজি বিক্রেতা, শিক্ষকদের চাঁদায় জুতো!

বাহরিনে ব্রোঞ্জ জয় পলাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কতটা পথ পেরোলে তবে...

পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আগে ছেলেকে একজোড়া জুতো কিনে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না বাবা-মায়ের। সেই ছেলেই হাঁটতে হাঁটতে মুখ উজ্জ্বল করল ভারতের-বাংলার-মালদহের। স্কুলের শিক্ষকরা চাঁদা তুলে জুতোর ব্যবস্থা করে দেন। অদম্য মনের জোরে যাবতীয় অভাব-অনটনকে পিছনে ফেলে দেশের হয়ে বাহরিনে এশিয়ান যুব গেমসে অংশ নেয় মালদহ ইংরেজ বাজারের ছেলে পলাশ মণ্ডল। সেখানেই গিয়েই মিলল সাফল্য। বাহরিনে যুব এশিয়ান গেমসে হাঁটা প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে পলাশ। আফশোস একটাই, একজোড়া ভাল মানের জুতো হলে হয়তো আরও ভাল ফল হলেও হতে পারত। ছেলেদের ৫ হাজার মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে প্রতিনিধি ছিল পলাশ মণ্ডল। সময়

নিয়েছে ২৪ মিনিট ৪৮.৯২ সেকেন্ড। প্রথম দুই স্থানেই চিন। ইউজি লু ২২ মিনিট ২৮.৬৪ সেকেন্ডে হাঁটা শেষ করে রুপো জেতেন। চিনেরই হাওজে ঝাঙ ২১ মিনিট ৪৩.৮২ সেকেন্ডে দূরত্ব শেষ করে সোনা জেতেন।

পলাশ মালদহের বিভূতিভূষণ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। বাবা গয়া মণ্ডল শহরের ঝলঝলিয়া কাজি আজহারুদ্দিন মার্কেটের সবজি বিক্রেতা। মা ডলি মণ্ডল গৃহবধূ। পলাশ পরিবারের ছোট সন্তান। তার দুই দিদি রয়েছে। ইংরেজ বাজারের বাহান্নবিঘা গ্রামে বাড়ি তার। গত ২ বছর ধরেই হাঁটায় নিজেকে তৈরি করেছে সে। তাঁর এমন সাফল্যে খুশির হাওয়া দেখা দিয়েছে স্কুল সহ জেলা জুড়ে। তার সাফল্যে খুশি কোচ অমিতাভ রায়। ২ বছর ধরে তার কাছে অনুশীলন করছে সে। তার আগে সুদাম ঘোষ ও মানস রায় বর্মনের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে হাঁটার লড়াই শুরু হয়। কোচ অমিতাভ রায় জানান, 'মালদার মতো পিছিয়ে পড়া এলাকার সন্তান গোটা দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে। কোচ হিসেবে খুব ভাল লাগছে। মালদা জেলায় এই প্রথম এশিয়ান গেমসে কোনও পদক এলে, এটাও খুব আনন্দের। পলাশ এভাবেই দেশের নাম উজ্জ্বল করে যাক।'

'নাদা'র স্মৃতি ফেরালেন সোনিকা, ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ভারোত্তোলনে জিতলেন ব্রোঞ্জ!

নিজস্ব প্রতিনিধি : মিশরের নাদা হাফেজকে মনে আছে? প্যারিস অলিম্পিকে খেলতে নেমেছিলেন ফেন্সিংয়ে। গর্ভে সন্তান, হাতে তরোয়াল! অলিম্পিক শুধু জয়-পরাজয়ের লড়াই নয়, এ যেন জীবনেরও লড়াই শিখিয়েছিলেন নাদা। হ্যাঁ, সত্যি। গর্ভে ৭ মাসের সন্তান নিয়েই এই লড়াইটা লড়েছিলেন নাদা। গোটা বিশ্ব অবাক হয়ে গিয়েছিল সেই ঘটনায়।

কিন্তু, এমন 'নাদা' তো একটা নয়! মনের জোরে লড়াইয়ে এমন অনেক 'নাদা' রয়েছেন গোটা বিশ্বে। দিল্লির কনস্টেবল সোনিকা যাদব সেই কথাটাই যেন প্রমাণ করলেন। তিনি যা করলেন, তা কম কিছু নয়। সোনিকাও ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সেই অবস্থাতেই সর্বভারতীয় পুলিশ ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় ১৪৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজন তুলে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। ভাবা যায়! সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি অংশ নিলেন অন্ধ্রপ্রদেশে অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া পুলিশ ওয়েটলিফটিং ক্লাস্টার ২০২৫-২৬'-এ। এই অবস্থায় ন্যূনতম ওজন তোলাও যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ, তোলা প্রায় সম্ভবই নয়, সেখানে

১৪৫ কেজি ভার তুলে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। জিতেছেন পদকও। প্রতিযোগিতায় স্কোয়াটে ১২৫ কেজি, বেঞ্চ প্রেসে ৮০ কেজি এবং ডেডলিফটে ১৪৫ কেজি তুলে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন তিনি। ব্রোঞ্জ জিতে সোনিকা বলেন, 'আমি চাই না মানুষ গর্ভাবস্থাকে বাধা হিসেবে দেখুক। যদি সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় তবে মহিলারা ফিটনেস এবং তাঁদের স্বপ্ন দুটোকে নিয়েই এগিয়ে যেতে পারেন।'

মে মাসে যখন সোনিকা অন্তঃসত্ত্বা হন তখন অনেকেই আশা করেছিল যে সে তিনি তার প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু তিনি থামেননি। ফিটনেস এবং খেলাধুলোর প্রতি নিজের আবেগ বজায় রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন সোনিকা। এরপর থেকেই দিন যত এগিয়েছে, তত ঢিলেঢালা পোশাক পরে এসেছেন কসরতে, যাতে কেউ টের না পায়। এমনকি যখন তার স্বামী বেঞ্চ প্রেসের পরে তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, তখন কেউ অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ করেনি। ডেড লিফটের পর সত্যিটা জানতে পারলে দর্শকরা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটের নারী অফিসাররা তার চারপাশে জড়ো হয়ে তাকে অভিনন্দন ও প্রশংসায় ভরিয়ে দেন। সোনিকা জানান, এই ইভেন্টের প্রস্তুতির জন্য, অনলাইনে লুসি মার্টিন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। লুসি গর্ভবতী অবস্থায় প্রতিযোগিতার জন্য পরিচিত একজন আন্তর্জাতিক লিফটার। ২০১৪ ব্যাচের কনস্টেবল সোনিকা বর্তমানে কর্মরত আছেন দিল্লি পুলিশের কমিউনিটি পুলিশিং সেলে। সোনিকা জানান, খেলার জগতে তাঁর শুরু হয়েছিল কাবাডি দিয়ে। কিন্তু প্রকৃত শক্তি খুঁজে পান যখন জিমে প্রথম ডাম্বেল হাতে নেন। সেই থেকেই শুরু তাঁর ওয়েটলিফটিংয়ের যাত্রা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com